সংস্কৃত

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সংস্কৃত

অষ্টম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মাধবী রানী চন্দ

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

নিরঞ্জন অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ **সংস্কৃত** পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অষ্টম শ্রেণির সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত কিন্তু এর ভাষা সংস্কৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থী বেদ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অবিনাশী শ্লোক ও স্তোত্রের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য পুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের কয়েকটি আদর্শিক গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ও সহজ ব্যাকরণও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় সহায়ক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
প্রথমঃ অধ্যায়ঃ	
প্রথমঃ পাঠঃ	
কপটবন্ধু-কথা	১
দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	
বিগহ-বানর-কথা	৪
তৃতীয়ঃ পাঠঃ	
ব্রাহ্মণ-শক্তুশরাব-কথা	৭
চতুর্থঃ পাঠঃ	
জরদ্গব-কথা	১০
পঞ্চমঃ পাঠঃ	
ভৈরবব্যাধ-কথা	১৩
ষষ্ঠঃ পাঠঃ	
নীলবর্ণ-শৃগাল-কথা	১৫
সপ্তমঃ পাঠঃ	
সিংহ-শশক-কথা	১৮
অষ্টমঃ পাঠঃ	
ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা	২১
নবমঃ পাঠঃ	
গুরুশিষ্য-সংবাদঃ	২৪
দশমঃ পাঠঃ	
শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমহংসঃ	২৭
একাদশঃ পাঠঃ	
বসন্তকালঃ	৩০
দ্বাদশঃ পাঠঃ	
ঈশ্বরস্তুতিঃ	৩৩
ত্রয়োদশঃ পাঠঃ	
গীতাচয়নম্	৩৬
চতুর্দশঃ পাঠঃ	
বিদ্যাপ্রশস্তিঃ	৩৯
পঞ্চদশঃ পাঠঃ	
সুভাষিতানি	৪১
দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
প্রথমঃ পাঠঃ	
পদপ্রকরণম্	৪৪
দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	
ণত্ব-ষত্ব-বিধানম্	৪৭
তৃতীয়ঃ পাঠঃ	
শব্দরূপঃ	৫০
চতুর্থঃ পাঠঃ	
ধাতুরূপঃ	৬২
পঞ্চমঃ পাঠঃ	
কারক-বিভক্তিঃ	৭৮
ষষ্ঠঃ পাঠঃ	
সমাসপ্রকরণম্	৮৫
সপ্তমঃ পাঠঃ	
সন্ধিপ্রকরণম্	৯২
অষ্টমঃ পাঠঃ	
বাচ্যপ্রকরণম্	১০২
নবমঃ পাঠঃ	
লিঙ্গপ্রকরণম্	১০৭
তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
অনুবাদঃ	১০৯
অভিধানিকা	১১৩

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ
প্রথমঃ পাঠঃ
হিতোপদেশঃ

কপটবন্ধু-কথা

আসীৎ বাণীপুরং নাম কশ্চিদ্ গ্রামঃ। তত্র আস্তাং শ্যামলঃ কমলশ্চ দ্বৌ বন্ধূ। একদা তৌ বনমার্গেণ গচ্ছন্তৌ ভলুকমেকম্ অপশ্যতাম্। তমবলোক্য তয়োর্মনসি ভয়ং সঞ্জাতম্। অতঃ প্রাণরক্ষার্থং তৌ যত্নম্ অকুরুতাম্। বলিষ্ঠঃ শ্যামলঃ তৎক্ষণাদেব নিকটস্থং বৃক্ষমারূঢ়ঃ। কমলস্য তু বৃক্ষারোহণে সামর্থ্যং নাসীৎ। নিরুপায়ঃ স বৃক্ষস্য অধোভাগে মৃত ইব স্থিতঃ। ভলুকস্তত্রাগত্য নাসিকয়া আঘ্রায় তাং মৃতং মত্বা প্রস্থিতঃ।

গতে ভলুকে শ্যামলো বৃক্ষাৎ অবতীর্য অবদৎ, "সখে কমল! ভলুকস্তে কর্ণে কিমকথয়ৎ?" কমলোহবদৎ, "বিপদি মিত্রং পরিত্যজ্য যঃ পলায়তে স ন প্রকৃতো বন্ধুঃ। অবশ্যমেব স পরিত্যাজ্য ইতি ভলুকেনোক্তম্।"

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মনসি— মনে। **অধোভাগে**— নিচে। **নাসিকয়া**— নাক দ্বারা। **মত্বা**— মনে করে। **আঘ্রায়**— ঘ্রাণ নিয়ে। **পরিত্যজ্য**— পরিত্যাগ করে। **পরত্যাজ্যঃ**— পরিত্যাগের যোগ্য। **আপৎসু**— বিপদে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ :

ভলুকমেকম্ = ভলুকম্ + একম্। **তমবলোক্য** = তম্ + অবলোক্য। **ভলুকস্তত্রাগত্য** = ভলুকঃ + তত্র + আগত্য। **ভলুকেনোক্তম্** = ভলুকেন + উক্তম্। **অবশ্যমেব** = অবশ্যম্ + এব।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

মনসি— অধিকরণে ৭মী। **বৃক্ষম্**— কর্মে ২য়া। **নাসিকয়া**— করণে ৩য়া। **ভলুকেন**— কর্তায় ৩য়া। তে— সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **বৃক্ষাৎ**— অপাদানে ৫মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

নিরুপায়ঃ— নাস্তি উপায়ঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। বৃক্ষারোহণে— বৃক্ষস্য আরোহণম্ (ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। বনমার্গেণ— বনস্থিতঃ মার্গঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন। নিকটস্থম্— নিকটে তিষ্ঠিতি যঃ (উপপদতৎ), তম্।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটি পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) বাণীপুর একটি দেশের/গ্রামের/নগরের/প্রদেশের নাম।

(খ) শ্যামল ও কমল বনের ভেতর দেখেছিল বাঘ/সিংহ/শূকর/ভলুক।

(গ) ভয়ার্ত শ্যামল আরোহণ করেছিল গাছে/পর্বতে/টিনের চালে/স্তম্ভে।

(ঘ) ভলুক কমলকে দন্তাঘাত/নখাঘাত/আঘ্রাণ/পদাঘাত করেছিল।

(ঙ) বন্ধুকে বুঝতে হবে বিপদ কালে/সম্পদ কালে/মৃত্যু কালে/বিবাহ কালে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শ্যামলঃ ——— দ্বৌ বন্ধূ।

(খ) ——— ভয়ং সঞ্জাতম্।

(গ) কমলস্য তু ——— সামর্থ্যং নাসীৎ।

(ঘ) ——— কর্ণে কিমকথয়ৎ?

(ঙ) স ন প্রকৃতো ———।

৩। বাক্য রচনা কর :

আসীৎ, অত্র, মনসি, অবতীর্য, বন্ধুঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

অধোভাগে, আপৎসু, মত্বা, পরিত্যাজ্যঃ, আঘ্রায়।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

তমবলোক্য, ভলুকমেকম্, তয়োর্মনসি, বৃক্ষমারূঢ়ঃ, অবশ্যমেব।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বৃক্ষম্, ভলুকেন, নাসিকয়া, তে, বৃক্ষাৎ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

বনমার্গেণ, নিকটস্থম্, নিরুপায়ঃ, বৃক্ষারোহণে।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

(ক) শ্যামল ও কমল কোথায় বাস করত?

(খ) ভলুককে দেখে শ্যামল ও কমলের মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?

(গ) প্রাণ রক্ষার জন্য শ্যামল কী করেছিল?

(ঘ) নিরুপায় কমল কী করেছিল?

(ঙ) ভলুক চলে গেলে শ্যামল কমলকে কী বলেছিল?

(চ) শ্যামলের কথা শুনে কমল কী বলেছিল?

(ছ) কখন মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) একদা তৌ .... সঞ্জাতম্।

(খ) কমলস্য তু .... প্রস্থিতঃ।

(গ) বিপদি মিত্রং .... ভলুকেনোক্তম্।

১০। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং বাংলায় তার অনুবাদ কর।

১১। 'কপটবন্ধু-কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

টীকা :

হিতোপদেশ : পণ্ডিত নারায়ণ রচিত একটি গল্পগ্রন্থ। গল্পের মাধ্যমে এতে নীতিশিক্ষা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

বিহগ-বানর-কথা

অস্তি নর্মদাতীরে বিশালো বটবৃক্ষঃ। তত্র নীড়ান্ বিরচ্য বিহগাঃ সুখেন নিবসন্তি স্ম। একদা বর্ষাকালে মহতী বৃষ্টিরভবৎ। তদা কতিপয়াঃ বানরাঃ তস্মিন্ বৃক্ষতলে উপবিষ্টাঃ। তান্ সিক্তান্ কম্পমানাংশ্চ দৃষ্ট্বা বিগহা অবদন্, "হস্তপদাদিসংযুক্তাঃ যূয়ং কিমর্থম্ অবসীদথ?"

তদাকর্ণ্য বানরাণাং ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ। তে অচিন্তয়ন্, "অহো! নীড়েষু সুখেন স্থিতাঃ বিহগাঃ অস্মান্ উপহসন্তি। তদ্ভবতু তাবৎ বৃষ্টেরুপশমঃ।"

অনন্তরং শান্তে বারিবর্ষণে বানরাঃ বৃক্ষমারুহ্য পক্ষিণাং নীড়ান্ অভঞ্জন্ তেষাং ডিম্বান্ চ ভূমৌ পাতিতবন্তঃ।

"উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

বিরচ্য — রচনা করে। **মহতী** — প্রচুর। **যূয়ম্** — তোমরা। **অবসীদথ** — অবসন্ন হচ্ছ, কষ্ট পাচ্ছ। **সুখেন** — সুখে। **অস্মান্** — আমাদেরকে। **উপহসন্তি** — উপহাস করছে। **আরুহ্য** — আরোহণ করে। **ভূমৌ** — মাটিতে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ :

বৃষ্টিরভবৎ = বৃষ্টিঃ + অভবৎ। কম্পমানাংশ্চ = কম্পমানান্ + চ। বৃষ্টেরুপশমঃ = বৃষ্টেঃ + উপমশঃ। বৃক্ষমারুহ্য = বৃক্ষম্ + আরুহ্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

নর্মদাতীরে— অধিকরণে ৭মী। বর্ষাকালে— কালাধিকরণে ৭মী। অস্মান্— কর্মে ২য়া। বানরাণাম্— সম্বন্ধে ষষ্ঠী। বারিবর্ষণে— ভাবে ৭মী। প্রকোপায়/শান্তয়ে— নিমিত্তার্থে ৪র্থী। ভূমৌ— অধিকরণে ৭মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

নর্মদাতীরে— নর্মদায়াঃ তীরম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। **বিহগাঃ**— বিহায়সা গচ্ছন্তি যে (উপপদতৎ), তে। **বটবৃক্ষঃ**— বটনামকঃ বৃক্ষঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) নর্মদাতীরে ছিল একটি বটগাছ/মিশুলগাছ/নিমগাছ/নারকেলগাছ।

(খ) বটগাছে বাস করত কয়েকটি বানর/বিড়াল/পাখি/মূষিক।

(গ) বটগাছের নিচে শীতে কাঁপছিল কয়েকটি ভলুক/সিংহ/বানর/শৃগাল।

(ঘ) পাখিগুলোর কথা শুনে বানরেরা আনন্দিত/ক্রুদ্ধ/অনুপ্রাণিত/দুঃখিত হয়েছিল।

(ঙ) বানরেরা পাখিগুলোর ডিম ফেলেছিল পুকুরে/মাটিতে/বাগানে/নদীতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বিহগাঃ সুখেন —— স্ম।

(খ) বানরাঃ বৃক্ষতলে ——।

(গ) —— ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ।

(ঘ) বিহগাঃ —— উপহসন্তি।

(ঙ) —— তাবৎ বৃষ্টেরুপশমঃ।

৩। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্যরচনা কর :

বিহগাঃ, বর্ষাকালে, সঞ্জাতঃ, উপহসন্তি, ভূমৌ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

বিরচ্য, তদা, বানরাঃ, অবসীদথ, আরুহ্য।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

বৃষ্টিরভবৎ, বৃক্ষমারুহ্য, কিমর্থম্, তদ্‌ভবতু, বৃষ্টেরুপশমঃ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বর্ষাকালে, বারিবর্ষণে, প্রকোপায়, বানরাণাম্, ভূমৌ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

নর্মদাতীরে, বিহগাঃ, বৃক্ষতলে, বটবৃক্ষঃ।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

(ক) বটবৃক্ষটি কোথায় অবস্থিত ছিল?

(খ) পাখিরা কোথায় বাসা তৈরি করেছিল?

(গ) বৃক্ষতলে কারা বসেছিল?

(ঘ) পাখিরা বানরগুলোকে কী বলেছিল?

(ঙ) পাখিদের কথা শুনে বানরেরা কী চিন্তা করেছিল?

(চ) বৃষ্টি থেমে গেলে বানরেরা কী করেছিল?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তদা কতিপয়া .... অবসীদথ?

(খ) তে অচিন্তয়ন্ .... বৃষ্টেরুপশমঃ।

(গ) অনন্তরং শান্তে .... পাতিতবন্তঃ।

১০। ‘বিহগ-বানর-কথা’ গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ এবং বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ কর।

১১। ‘বিগহ-বানর-কথা’ গল্পটি বাংলায় লেখ।

২০২৬

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

ব্রাহ্মণ-শক্তুশরাব-কথা

অস্তি বিজয়নগরে দেবশর্মা নাম ব্রাহ্মণঃ। তেনৈকদা পুণ্যতিথৌ শক্তুপূর্ণশরাবঃ প্রাপ্তঃ। ততস্তমাদায় স রৌদ্রাকুলিতঃ কস্যচিৎ কুম্ভকারস্য গৃহে সুপ্তঃ। তস্মিন্ গৃহে বহূনি মৃৎপাত্রাণি আসন্।

ততঃ সুপ্তোত্থিতঃ স শক্তুরক্ষার্থং হস্তদণ্ডং গৃহীতবান্। অথ সোহচিন্তয়ৎ, "যদি অহমিমং শক্তুশরাবং বিক্রীয় দশকপর্দকান্ প্রাপ্নোমি তর্হি তৈঃ কপর্দকৈঃ বাণিজ্যং করিষ্যামি। তেনাহং প্রভূতং ধনং লব্ধ্বা বিবাহচতুষ্টয়ং করিষ্যামি। অনন্তরং যদা সপত্ন্যঃ পরস্পরং বিবদিষ্যন্তে তদা লগুড়েন তাস্তাড়য়িষ্যামি। ইত্যালোচ্য তেন লগুড়ো নিক্ষিপ্তঃ। তেন শক্তুশরাবঃ চূর্ণিতঃ বহূনি চ ভাণ্ডানি ভগ্নানি। ততো ভগ্নভাণ্ডশব্দং শ্রুত্বা কুম্ভকারস্তত্র আগত্য অর্ধচন্দ্রং দত্ত্বা ব্রাহ্মণং গৃহাৎ বহিষ্কৃতবান্।

দুরাশা পরিত্যাজ্যা।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

শক্তুঃ— ছাতু। কুম্ভকারস্য— কুমারের। মৃৎপাত্রাণি— মাটির পাত্রসমূহ। গৃহীতবান্— গ্রহণ করেছিলেন। বিক্রীয়—বিক্রয় করে। লব্ধ্বা— লাভ করে। সপত্ন্যঃ— সতীনেরা। বিবদিষ্যন্তে— বিবাদ করবে। লগুড়েন— লাঠি দিয়ে। শ্রুত্বা— শুনে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ :

তেনৈকদা = তেন + একদা। ততস্তমাদায় = ততঃ + তম্ + আদায়। সোহচিন্তয়ৎ = সঃ + অচিন্তয়ৎ। তাস্তাড়য়িষ্যামি = তাঃ + তাড়য়িষ্যামি। ইত্যালোচ্য = ইতি + আলোচ্য। কুম্ভকারস্তত্র = কুম্ভকারঃ + তত্র।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

বিজয়নগরে— অধিকরণে ৭মী। কুম্ভকারস্য— সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। দশকপর্দকান্— কর্মে ২য়া। লগুড়েন— করণে ৩য়া। তাঃ— কর্মে ২য়া। তেন— কর্তায় ৩য়া। গৃহাৎ— অপাদানে ৫মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

শক্তুপূর্ণশরাবঃ–শক্তুনা পূর্ণঃ = শক্তুপূর্ণঃ (৩য়া তৎ), তাদৃশঃ শরাবঃ (কর্মধারয়ঃ)। রৌদ্রাকুলিতঃ– রৌদ্রেণ আকুলিতঃ (৩য়া তৎ)। কুম্ভকারস্য– কুম্ভং করোতি যঃ = কুম্ভকারঃ (উপপদতৎ), তস্য। বিবাহচতুষ্টয়ম্– বিবাহস্য চতুষ্টয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

২০২১

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) ব্রাহ্মণের নাম ছিল বিষ্ণুশর্মা/দেবশর্মা/মিত্রশর্মা/প্রিয়শর্মা।

(খ) ব্রাহ্মণ আশ্রয় নিয়েছিলেন কুম্ভকারের/রজকের/কর্মকারের/স্বর্ণকারের গৃহে।

(গ) শক্তু রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ হাতে নিয়েছিলেন খড়্গ/ত্রিশূল/অসি/লাঠি।

(ঘ) ব্রাহ্মণ তিনটি/পাঁচটি/চারটি/দুটি বিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন।

(ঙ) লাঠির আঘাতে ভেঙেছিল ছাতুর পাত্র/ছাতুর পাত্র ও অনেক মৃৎপাত্র/মঙ্গলঘট/পাথরের বাটি।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) অস্তি বিজয়নগরে ———— নাম ব্রাহ্মণঃ।

(খ) অস্মিন্ গৃহে বহূনি ———— আসন্।

(গ) ———— তেন লগুড়ো নিক্ষিপ্তঃ।

(ঘ) বহূনি চ ভাণ্ডানি ————।

(ঙ) দুরাশা ————।

৩। বাক্য গঠন কর :

অস্তি, সুপ্তঃ, অথ, করিষ্যামি, বহিষ্কৃতবান্।

৪। শব্দার্থ লিখ :

কুম্ভকারস্য, বিক্রীয়, বিবদিষ্যন্তে, শক্তুঃ, শ্রুত্বা।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

তেনৈকদা, তাস্তাড়য়িষ্যামি, সোহচিন্তয়ৎ, অহমিমং, কুম্ভকারস্তত্র।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গৃহাৎ, লগুড়েন, বিজয়নগরে, তাঃ, কুম্ভকারস্য।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :

রৌদ্রাকুলিতঃ, কুম্ভকারস্য, বিবাহচতুষ্টয়ম্ শক্তুপূর্ণশরাবঃ।

২০২৫

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বিজয়নগরে কে বাস করতেন?

(খ) ব্রাহ্মণ পুণ্যতিথিতে কী পেয়েছিলেন?

(গ) ব্রাহ্মণ কার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

(ঘ) ঘুম থেকে জেগে ব্রাহ্মণ কী ভেবেছিলেন?

(ঙ) ব্রাহ্মণ লাঠি নিক্ষেপ করার ফলে কী হয়েছিল?

(চ) ভাঙা পাত্র দেখে কুম্ভকার কী করেছিল?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তেনৈকদা --------------------------------------- আসন্।

(খ) যদি অহমিমং --বাণিজ্যং করিষ্যামি।

(গ) অনন্তরং সদা --------------------------------------- নিক্ষিপ্তঃ।

(ঘ) তেন শক্তুশরাবঃ ---------------------------------------বহিষ্কৃতবান্।

১০। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত কর এবং তার বাংলা অর্থ লেখ।

১১। 'ব্রাহ্মণ-শক্তুশরাব-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

জরদ্‌গব-কথা

অস্তি পদ্মাতীরে বিশালো বটবৃক্ষঃ। তস্য কোটরে জরদ্‌গবো নাম জরাগ্রস্তঃ কশ্চিৎ গৃধ্রো নিবসতি স্ম। বৃক্ষবাসিনো বিহগাঃ তেষাম্ আহারাৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত্য তস্মৈ প্রাযচ্ছন্। তেন স জীবতি স্ম।

একদা কশ্চিদ্ বিড়ালঃ পক্ষিশাবকান্ ভক্ষয়িতুং তত্রাগত্য জরদ্‌গবম্ আশ্রয়মযাচত। জরদ্‌গবোহবদৎ, "দূরমপসর, নচেৎ ত্বং ময়া হন্তব্যঃ।" তদা ধূর্তো বিড়ালঃ বিবিধৈঃ শাস্ত্রবচনৈঃ জরদ্‌গবস্য বিশ্বাসম্ উৎপাদ্য তস্মিন্নেব তরুকোটরে স্থিতঃ।

অথ গচ্ছৎসু কালেষু বিড়ালঃ পক্ষিশাবকান্ ধৃত্বা বৃক্ষকোটরম্ আনীয় ভক্ষয়তি স্ম। অনন্তরং শাবকহীনাঃ বিহগাঃ সর্বতঃ অন্বেষণম্ অকুর্বন্। তদ্‌বিজ্ঞায় বিড়ালঃ কোটরাৎ বহিরাগত্য পলায়িতঃ।

অথ বিহগাঃ তরুকোটরে তেষাং শাবকানাম্ অস্থীনি প্রাপ্তবন্তঃ। অনন্তরম্ 'অনেনৈব জরদ্‌গবেন অস্মাকং শাবকাঃ ভক্ষিতাঃ' ইতি নিশ্চিত্য পক্ষিণস্তং হতবন্তঃ।

"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।"

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

কোটরে— গর্তে। **তেষাম্—** তাদের। **পক্ষিশাবকান্—** পাখির বাচ্চাগুলোকে। **আগত্য—** এসে। **হন্তব্যঃ—** হত্যা করার যোগ্য। **অপসর—** সরে যাও। **শাস্ত্রবচনৈঃ—** শাস্ত্রবাক্যসমূহের দ্বারা। **ধৃত্বা—** ধরে। **বিজ্ঞায়—** জেনে। **অস্থীনি—** হাড়গুলো। **অস্মাকম্—** আমাদের।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ :

কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ। **তত্রাগত্য** = তত্র + আগত্য। **দূরমপসর** = দূরম্ + অপসর। **অস্মিন্নেব** = অস্মিন্ + এব। **অন্বেষণম্** = অনু + এষণম্। **বহিরাগত্য** = বহিঃ + আগত্য। **অনেনৈব** = অনেন + এব।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

কোটরে— অধিকরণে ৭মী। **তেষাম্—** সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **জরদ্‌গবম্—** কর্মে ২য়া। **শাস্ত্রবচনৈঃ—** করণে ৩য়া। **কোটরাৎ—** অপাদানে ৫মী। **জরদ্‌গবেন—** কর্তায় ৩য়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

পক্ষিশাবকান্–পক্ষিণাং শাবকাঃ (৬ষ্ঠী তৎ), তান্। শাস্ত্রবচনৈঃ–শাস্ত্রাণাং বচনানি (৬ষ্ঠী তৎ), তৈঃ। বৃক্ষকোটরম্-বৃক্ষস্য কোটরম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তরুকোটরে–তরোঃ কোটরম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তস্মিন্।

প্রশ্নমালা

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :**

(ক) গৃধ্রের নাম ছিল জরদ্গব/হয়গ্রীব/ভজ্ঞাগ্রীব/মণিগ্রীব।

(খ) বিড়াল জরদ্গবের নিকট চেয়েছিল আশ্রয়/খাদ্য/পক্ষিশাবক/পানীয়।

(গ) বিড়াল আশ্রয় পেয়েছিল গৃহস্থের বাড়িতে/বৃক্ষকোটরে/পর্বতকন্দরে/ঘরের চালে।

(ঘ) বিড়াল খেয়েছিল ইঁদুর/পোকা/মাকড়সা/পক্ষিশাবক।

(ঙ) ধূর্তকে/কৃতঘ্নকে/অজ্ঞাতকুলশীলকে/পাপীকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) অস্তি ———— বিশালো বটবৃক্ষঃ।

(খ) তেন সহ জীবতি ————।

(গ) বিড়ালঃ কোটরাৎ বহিরাগত্য ————।

(ঘ) ———— শাবকানাম্ অস্থীনি প্রাপ্তবন্তঃ।

(ঙ) অস্মাকং ———— ভক্ষিতাঃ।

৩। **বাক্য গঠন কর :**

বটবৃক্ষঃ, তস্মৈ, ধৃত্বা, পলায়িতঃ, অনন্তরম্।

৪। **শব্দার্থ লেখ :**

তেষাম্, আগত্য, বিজ্ঞায়, হতবান্, অস্থীনি।

৫। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর :**

অন্বেষণম্, তত্রাগত্য, কিঞ্চিৎ, দূরমপসর, অনেনৈব।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**

শাস্ত্রবচনৈঃ, কোটরে, তেষাম্, কোটরাৎ, জরদ্গবেন।

৭। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :**

পক্ষিশাবকান্, বৃক্ষকোটরম্, শাস্ত্রবচনৈঃ।

৮। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) জরদ্গব কোথায় বাস করত?

(খ) কিভাবে জরদ্গব বেঁচে থাকত?

(গ) বিড়াল জরদ্গবের নিকট কেন এসেছিল?

(ঘ) কিভাবে বিড়াল বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নিয়েছিল?

(ঙ) বৃক্ষকোটরে থেকে বিড়াল কী করেছিল?

(চ) শাবকহীন পাখিরা কী করেছিল?

(ছ) কাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়?

৯। **বাংলায় অনুবাদ কর :**

(ক) বৃক্ষবাসিনো --------------------- জীবতি স্ম।

(খ) জরদ্গবোহবদৎ --------------------- স্থিতঃ।

(গ) অনন্তরং শাবকহীনাঃ--------------------- পলায়িতঃ।

(ঘ) অথ বিহগাঃ--------------------- হতবন্তঃ।

১০। **গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত কর এবং বাংলায় অনুবাদ কর।**

১১। **'জরদ্গব-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।**

পঞ্চমঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

ভৈরবব্যাধ-কথা

আসীৎ পুরা ভৈরবো নাম কশ্চিৎ ব্যাধঃ। একদা স মাংসার্থং ধনুরাদায় বিন্ধ্যারণ্যং গতঃ। ততঃ স ধনুষা কশ্চিদ্ মৃগমহন্। মৃগমাদায় গচ্ছন্ স ঘোরাকৃতিং শূকরমেকং দৃষ্টবান্। ততঃ স মৃগং ভূমৌ নিধায় শূকরং শরেণ আহতবান্। শূকরোঽপি তত্রাগত্য ঘোরগর্জনং কৃত্বা তং ব্যাধং হতবান্। তৎক্ষণাদেব স ভূমৌ অপতৎ।

অথ তয়োঃ পাদাস্ফালনেন কশ্চিৎ সর্পোঽপি মৃতঃ। অনন্তরমেকঃ শৃগালঃ আহারার্থী পরিভ্রমন্ তান্ মৃগব্যাধসর্পশূকরান্ অপশ্যৎ। সোঽচিন্তয়ৎ, "অহো ভাগ্যম্! মহদ্‌ভোজ্যং মে সমুপস্থিতম্। ভবতু, এষাং মাংসৈঃ মাসত্রয়ং মে সুখেন গমিষ্যতি। ততঃ প্রথমং ক্ষুধায়াং স্বাদহীনং ধনুর্গুণং খাদামি।" ইত্যুক্ত্বা তথাকরোৎ।

ততশ্ছিন্নে গুণে দ্রুতমুৎপতিতেন ধনুষা হৃদি নির্ভিন্নঃ স শৃগালঃ পঞ্চত্বং গতঃ।

"কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।"

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মাংসার্থং— মাংসের জন্য। **ধনুষা**— ধনুকের দ্বারা। **নিধায়**— রেখে। **অপতৎ**— পতিত হয়েছিল। **পাদাস্ফালনেন**— পায়ের আস্ফালনে। **পরিভ্রমন্**— পরিভ্রমণ করতে করতে। **মাসত্রয়ং**— তিনমাস।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

ধনুরাদায় = ধনুঃ + আদায়। **মৃগমহন্** = মৃগম্ + অহন্। **শূকরমেকং** = শূকরম্ + একং। **সর্পোঽপি** = সর্পঃ + অপি। **ইত্যুক্ত্বা** = ইতি + উক্ত্বা।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

ধনুষা— করণে ৩য়া। **শূকরং**— কর্মে ২য়া। **শরেণ**— করণে ৩য়া। **মে**— সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **মাসত্রয়ং**— ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া। **ধনুর্গুণং**— কর্মে ২য়া। **হৃদি**— অবচ্ছেদে ৭মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

আহারার্থী— আহারম্ অর্থয়তে যঃ (উপপদ তৎ)। **মাসত্রয়ং**— মাসানাং ত্রয়ং (৬ষ্ঠী তৎ)। **স্বাদহীনং**— স্বাদেন হীনং (৩য়া তৎ)।

২০২৩

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) ব্যাধের নাম ছিল চণ্ডরব/প্রণব/মহীধর/ভৈরব।

(খ) ব্যাধ শিকারের জন্য গিয়েছিল নৈমিষারণ্যে/বিন্ধ্যারণ্যে/দণ্ডকারণ্যে/ব্যাসারণ্যে।

(গ) মৃগ শিকার করে যাওয়ার সময় ব্যাধ দেখেছিল একটি বানর/ব্যাঘ্র/সিংহ/শূকর।

(ঘ) ব্যাধকে হত্যা করেছিল ভলুক/শূকর/ব্র্যাঘ্র/সিংহ।

(ঙ) শৃগাল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল ত্রিশূলের/গদার/ধনুকের/কৃপাণের আঘাতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) স ———— ধনুরাদায় বিন্ধ্যারণ্যং গতঃ।

(খ) ব্যাধঃ শূকরং ———— আহতবান্

(গ) ———— স ভূমৌ অপতৎ।

(ঘ) মহদ্‌ভোজ্যং ———— সমুপস্থিতম্।

(ঙ) ———— ধনুর্গুণং খাদামি।

৩। বাক্য গঠন কর :

মাংসার্থং, শৃগালঃ, শূকরং, নাম, সুখেন।

৪। শব্দার্থ লিখ :

ধনুষা, পরিভ্রমন্, নিধায়, অপতৎ, মাসত্রয়ং।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

সর্পোঽপি, ধনুরাদায়, মৃগমহন্, ইত্যুক্ত্বা, ততশ্ছিন্নে।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

ধনুষা, মে, মাসত্রয়ং, ধনুর্গুণং, হৃদি।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

আহারার্থী, স্বাদহীনং, মাসত্রয়ং।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) ততঃ স ------------------------------ দৃষ্টবান্।

(খ) শূকরোঽপি ------------------------------ অপতৎ।

(গ) অনন্তরমেকঃ ------------------------------ সমুপস্থিতম্।

(ঘ) ভবতু ------------------------------ তথাকরোৎ।

৯। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত করে তার বাংলা অর্থ লেখ।

১০। 'ভৈরবব্যাধ-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

পঞ্চতন্ত্রম্

নীলবর্ণ-শৃগাল-কথা

অস্তি কৃষ্ণপুরে কাচিৎ শ্যামলী অরণ্যানী। অত্র চণ্ডরবো নাম শৃগালঃ প্রতিবসতি স্ম। একদা স ক্ষুধাপীড়িতঃ আহারার্থং গ্রামং প্রবিষ্টঃ। তত্র কুক্কুরেণ তাড়িতঃ স কস্যচিৎ রজকস্য নীলজলে পতিতঃ। তেন স নীলবর্ণঃ সঞ্জাতঃ। অনন্তরং স নীলবর্ণঃ শৃগালঃ অরণ্যং প্রত্যাগতঃ।

নীলবর্ণশৃগালং দৃষ্ট্বা বনবাসিনঃ পশবঃ ভয়ার্তাঃ পলায়িতুমুদ্যতাঃ। তদা ধূর্তঃ শৃগালোহবদৎ, “ভোঃ ভোঃ পশবঃ! ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্। দেবপ্রেষিতঃ অহমেব অস্মিন্ বনে পশূনাং রাজা। অতো যূয়ং ময়া যত্নেন পালনীয়াঃ রক্ষণীয়াশ্চ।”

ততঃ প্রভৃতি স শৃগালো রাজেব আচরিতবান্। সর্বে হিংস্রজন্তবশ্চ অহর্নিশং তং ভৃত্যবৎ সেবন্তে স্ম।

অথৈকদা নীলবর্ণঃ শৃগালঃ পশুভিঃ পরিবৃতঃ উপবিষ্টঃ। অস্মিন্ সময়ে দূরতঃ শৃগালরবং শ্রুত্বা স মোহাদুচ্চৈঃ রবং কৃতবান্। তৎক্ষণাৎ শৃগাল এবায়ং ন দেবপ্রেষিতো রাজা ইতি জ্ঞাত্বা হিংস্রজন্তবস্তং খণ্ডিতবন্তঃ।

স্বভাবো দুরতিক্রম্যঃ।

অনুশলনী

শব্দার্থ :

অরণ্যানী–বৃহৎ অরণ্য। প্রবিষ্টঃ– প্রবেশ করেছিল। রজকস্য–ধোপার। দৃষ্ট্বা–দেখে। পলায়িতুম্–পলায়ন করতে। ন ভেতব্যম্–ভয় পাওয়া উচিত নয়। দেবপ্রেষিতঃ–দেবতা কর্তৃক প্রেরিত। রাজেব–রাজার মত। অহর্নিশং-–দিনরাত।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

প্রত্যাগতঃ = প্রতি + আগতঃ। পলায়িতুমুদ্যতাঃ = পলায়িতুম্ + উদ্যতাঃ। রাজেব = রাজা + ইব। অথৈকদা = অথ + একদা। মোহাদুচ্চৈঃ = মোহাৎ + উচ্চৈঃ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

কৃষ্ণপুরে - অধিকরণে ৭মী। কুক্কুরেণ - কর্তায় ৩য়া। অরণ্যং - কর্মে ২য়া। পশূনাং - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মোহাৎ - হেতু অর্থে ৫মী।

২০২৩

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

বনবাসিনঃ- বনে বসন্তি যে (উপপদতৎ)। ভয়ার্তাঃ- ভয়েন ঋতাঃ (৩য়া তৎ)। দেবপ্রেষিতঃ-দেবেন প্রেষিতঃ (৩য়া তৎ)।

টীকা :

পঞ্চতন্ত্রম্ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেয়া হয়েছে। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। পৃথিবীর পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) কৃষ্ণপুরে ছিল একটি পর্বত/নদী/উদ্যান/অরণ্যানী।

(খ) শৃগালটির নাম ছিল ভৈরব/চণ্ডরব/দীর্ঘরব/ঘোররব।

(গ) নীলবর্ণশৃগাল পশুদের বলেছিল যে, সে দেবপ্রেষিত/মহেশ্বরপ্রেষিত/শ্রীবিষ্ণুপ্রেষিত/শ্রীদুর্গাপ্রেষিত রাজা।

(ঘ) শৃগাল আচরণ করেছিল বন্ধুর/সেবকের/রাজার/মন্ত্রীর মত।

(ঙ) হিংস্র জন্তুরা শৃগালকে খেয়েছিল/খণ্ড করেছিল/আঘাত করেছিল/নাখাঘাত করেছিল।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শৃঘালঃ ——— আহারার্থং গ্রামং প্রবিষ্টঃ।

(খ) তেন স নীলবর্ণঃ ———।

(গ) নীলবর্ণঃ শৃগালঃ ——— প্রত্যাগতঃ।

(ঘ) ——— যত্নে পালনীয়াঃ রক্ষণীয়াশ্চ।

(ঙ) ——— তং ভৃত্যবৎ সেবন্তে স্ম।

৩। বাক্য গঠন কর :

অরণ্যানী, নীলবর্ণঃ, ধূর্তঃ, রাজা, ভৃত্যবৎ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রবিষ্টঃ, ভেতব্যম্, দৃষ্ট্বা, রজকস্য, রাজেব।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

মোহাদুচ্চৈঃ, ভয়ার্তাঃ, রাজেব, প্রত্যাগতঃ, অথৈকদা।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পশূনাং, কৃষ্ণপুরে, কুক্কুরেণ, মোহাৎ, অরণ্যং।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

ভয়ার্তাঃ, দেবপ্রেষিতঃ, বনবাসিনঃ, ক্ষুধাপীড়িতঃ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তত্র কুক্কুরেণ .... প্রত্যাগতঃ।

(খ) দেবপ্রেষিতঃ অহমেব .... রক্ষণীয়াশ্চ।

(গ) অস্মিন্ সময়ে .... খণ্ডিতবন্তঃ।

৯। 'নীলবর্ণ-শৃগাল-কথা' গল্পটির উপদেশ বাংলা অনুবাদসহ লেখ।

১০। 'নীলবর্ণ-শৃগাল-কথা' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

সিংহ-শশক-কথা

আসীৎ শ্যামলী নাম কাচিৎ অরণ্যানী। তত্র দুর্দান্তো নাম একঃ সিংহো নিবসতি স্ম। স প্রত্যহং যথাভিলাষং পশূন্ অহন্। একদা সর্বে পশবো মিলিত্বা তৎসমীপং গতাঃ। ততস্তে অবদন্, “দেব! কিমর্থং ভবান্ সর্বান্ পশূন্ হন্তি? যদি প্রসাদো ভবতি, তর্হি বয়মেব ভবতো ভোজনার্থং প্রত্যহম্ একৈকং পশুম্ উপহরামঃ।” সিংহোঽবদৎ, “যদ্যেতৎ যুষ্মাকম্ অভিমতম্ তর্হি তদ্‌ভবতু।” তস্মাৎ প্রভৃতি প্রতিদিনম্ একৈকং পশুং ভুক্ত্বা সিংহঃ সুখেন কালং নীতবান্।

অথৈকদা কস্যাপি বৃদ্ধশশকস্য বারঃ সমায়াতঃ। সোঽচিন্তয়ৎ, “যতো মৃত্যুর্মে ভবিষ্যতি তর্হি কথং সিংহস্য অনুনয়ং করিষ্যামি? তন্মন্দং মন্দং যাস্যামি।” ততো ধীরং গচ্ছন্ স সিংহস্য সমীপম্ উপস্থিতঃ। ক্ষুধার্তঃ সিংহঃ কোপাৎ শশকমবদৎ, “কথম্ আগতোঽসি বিলম্বেন?” শশকোঽব্রবীৎ, “মহারাজ! আগচ্ছন্ পথি কেনচিৎ সিংহেন বলাদ্ ধৃতঃ।”

এতৎ শ্রুত্বা সিংহঃ সকোপমবদৎ, “কুত্রাসৌ দুরাত্মা? সত্বরং দর্শয় মাম্।”

অনন্তরং স শশকঃ সিংহেন সহ কস্যচিৎ কূপস্য সমীপং গতঃ। ততঃ সোঽবদৎ, “অত্রাগত্য পশ্যতু প্রভুঃ”। অথাসৌ সিংহঃ কূপজলে স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা সিংহান্তরম্ অমন্যত। তেন কুপিতঃ স প্রতিবিম্বোপরি আত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্বং গতঃ।

“বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মিলিত্বা — মিলিত হয়ে। **প্রসাদঃ**— অনুগ্রহ। **হন্তি** — হত্যা করে বা করছে। **প্রত্যহম্** — প্রতিদিন। **যুষ্মাকম্** — তোমাদের। **ভুক্ত্বা** — খেয়ে। **যাস্যামি** — যাব। **গচ্ছন্** — যেতে যেতে। **শশকঃ** — খরগোশ। **বলাৎ** — বলপূর্বক। **দর্শয়** — দেখাও।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

ততস্তে = ততঃ + তে। **বয়মেব** = বয়ম্ + এব। **একৈকং** = এক + একং। **যদ্যেতৎ** = যদি + এতৎ। **মৃত্যুর্মে** = মৃত্যুঃ + মে। **কুত্রাসৌ** = কুত্র + অসৌ। **অত্রাগত্য** = অত্র + আগত্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

পশূন্ — কর্মে ২য়া। **যুষ্মাকম্** — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **মন্দং** — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **কোপাৎ** — হেতু অর্থে ৫মী। **সিংহেন** — কর্তায় ৩য়া। **কূপজলে** — অধিকরণে ৭মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

যথাভিলাষং — অভিলাষম্ অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাবঃ)। **তৎসমীপং** — তস্য সমীপং (৬ষ্ঠী তৎ)। **বৃদ্ধশশকস্য** — বৃদ্ধঃ শশকঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য। **ক্ষুধার্তঃ** — ক্ষুধয়া ঋতঃ (৩য়া তৎ)। **দুরাত্মা** — দুঃ (দুষ্টঃ) আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) সিংহটির নাম ছিল প্রচণ্ড/চণ্ড/দুর্দান্ত/দুর্গণ্ড।

(খ) সিংহটি বাস করত ব্রহ্মারণ্যে/বিন্ধ্যারণ্যে/নৈমিষারণ্যে/শ্যামলী অরণ্যে।

(গ) সকল পশু সিংহের আহারের জন্য প্রতিদিন উপহার দিত একটি/দুটি/তিনটি/চারটি পশু।

(ঘ) একদিন পালা এসেছিল বৃদ্ধ শৃগালের/শশকের/হরিণের/গাভীর।

(ঙ) যার বুদ্ধি আছে তার আছে জ্ঞান/বল/ভক্তি/মুক্তি।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) স প্রত্যহং ——— পশূন্ অহন্।

(খ) ——— ভবান্ সর্বান্ পশূন্ হন্তি?

(গ) কস্যাপি বৃদ্ধশশকস্য বারঃ ———।

(ঘ) ——— সিংহঃ কোপাৎ শশকমবদৎ।

(ঙ) কুত্রাসৌ ———?

৩। বাক্য গঠন কর :

শ্যামলী, অবদন্, পশুম্, ভুক্ত্বা, কুপিতঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রসাদঃ, শশকঃ, হন্তি, মিলিত্বা, দর্শয়।

২০২৩

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

বয়মেব, অত্রাগত্য, ততস্তে, যদ্যেতৎ, মৃত্যুর্মে।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

যুষ্মাকম্, কূপজলে, সিংহেন, কোপাৎ, পশূন্।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

ক্ষুধার্তঃ, তৎসমীপং, যথাভিলাষং, দুরাত্মা, বৃদ্ধশশকস্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) একদা সর্বে .... হন্তি?

(খ) যতো মৃত্যুর্মে .... যাস্যামি।

(গ) এতৎ শ্রুত্বা .... দর্শয় মাম্।

(ঘ) অথাসৌ সিংহঃ .... পঞ্চত্বং গতঃ।

৯। 'সিহং-শশক-কথা' গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ।

১০। 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'– এই নীতিবাক্যটি অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ।

অষ্টমঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা

আসীৎ দেবগ্রামে প্রণবো নাম ব্রাহ্মণঃ। তস্য পত্নী পুত্রমেকং প্রসূতবতী। একদা সা শিশুপুত্রং রক্ষিতুং ব্রাহ্মণম্ অবস্থাপ্য স্নানার্থং নদীং গতা। অত্রান্তরে কশ্চিদ্ রাজকর্মচারী আগত্য ব্রাহ্মণম্ অবদৎ, "ভো ব্রাহ্মণ! কৃপাং কুরু। রাজভবনম্ আগত্য পার্বণশ্রাদ্ধস্য দানং গৃহাণ।"

তদা ব্রাহ্মণো দারিদ্র্যবশাৎ অচিন্তয়ৎ, "যদি সত্বরং ন গচ্ছামি তর্হি অপরঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো দানং গ্রহীষ্যতি। কিন্তু নকুলং বিনা অপরঃ কোঽপি অত্র নাস্তি। তৎ কিং করোমি? ভবতু, পুত্ররূপেণ পালিতম্ ইমং নকুলং শিশুপুত্রস্য রক্ষণায় নিযোজ্য গচ্ছামি।" এবং চিন্তয়িত্বা ব্রাহ্মণো রাজগৃহং গতঃ।

অত্রান্তরে কশ্চিৎ কৃষ্ণসর্পো বালকসমীপম্ আগতঃ। তদালোক্য নকুলস্তং নিহত্য বালকস্য জীবনমরক্ষৎ। ততো ব্রাহ্মণো গৃহম্ আগত্য রক্তলিপ্তমুখং নকুলমপশ্যৎ। অতঃ সোঽচিন্তয়ৎ, "অবশ্যমেব মম পুত্রোঽহননেন নকুলেন ভক্ষিতঃ। ইত্যালোচ্য স ব্রাহ্মণো নকুলং লগুড়েন হতবান্। ততো গৃহং প্রবিশ্য সুপ্তপুত্রং মৃতসর্পঞ্চ দৃষ্ট্বা স অতীব অনুতপ্তোঽভবৎ।

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।"

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

প্রসূতবতী — প্রসব করেছিল। **রক্ষিতুং** — রক্ষা করতে। **পার্বণশ্রাদ্ধস্য** — পার্বণশ্রাদ্ধের। **দারিদ্র্যবশাৎ** — দরিদ্রতাহেতু। **গ্রহীষ্যতি** — গ্রহণ করবে। **রক্ষণায়**–রক্ষার জন্য। **চিন্তয়িত্বা** — চিন্তা করে। **কৃষ্ণসর্পঃ** — গোক্ষুর – সাপ। **নিহত্য**— হত্যা করে। **নকুলেন** — বেজির দ্বারা।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

কোঽপি = কঃ + অপি। **জীবনমরক্ষৎ** = জীবনম্ + অরক্ষৎ। **অবশ্যমেব** = অবশ্যম্ + এব। **মৃতসর্পঞ্চ** = মৃতসর্পম্ + চ। **অনুতপ্তোঽভবৎ** = অনুতপ্তঃ + অভবৎ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

দেবগ্রামে — অীধকরণে ৭মী। **ব্রাহ্মণম্** — কর্মে ২য়া। **দারিদ্র্যবশাৎ** — হেতু অর্থে ৫মী। **শিশুপুত্রস্য** — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **রক্ষণায়** — নিমিত্তার্থে ৪র্থী।

২০২৬

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

রাজকর্মচারী — রাজ্ঞঃ কর্মচারী (৬ষ্ঠী তৎ)। **বালকসমীপম্** — বালকস্য সমীপম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। **রক্তলিপ্তমুখং** — রক্তেন লিপ্তঃ = রক্তলিপ্তঃ (৩য়া তৎ), **রক্তলিপ্তং মুখং যস্য সঃ** = রক্তলিপ্তমুখঃ (বহুব্রীহি), তম্। **সুপ্তপুত্রং** — সুপ্তঃ পুত্রঃ (কর্মধারয়), তম্।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) ব্রাহ্মণের নাম ছিল যাদব/মাধব/নবেন্দু/প্রণব।

(খ) ব্রাহ্মণ শিশুপুত্রের রক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন নকুলকে/কুকুরকে/মার্জারকে/ময়নাকে।

(গ) ব্রাহ্মণের আহ্বান এসেছিল স্বর্ণকার বাড়ি/কর্মকার বাড়ি/রাজবাড়ি/রজকের বাড়ি থেকে।

(ঘ) ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণ রক্ষা করেছিল বানর/নকুল/ভলুক/শশক।

(ঙ) নকুলকে মেরে ব্রাহ্মণ আনন্দিত/বিষণ্ন/শান্ত/অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) তস্য পত্নী পুত্রমেকং ———।

(খ) ভো ———, কৃপাং কুরু।

(গ) ——— কিং করোমি?

(ঘ) ব্রাহ্মণো গৃহম্ আগত্য ——— নকুলমপশ্যৎ।

(ঙ) সহসা ——— নং ক্রিয়াম্।

৩। বাক্য রচনা কর :

তস্য, কুরু, গ্রহীষ্যতি, প্রবিশ্য, অনুতপ্তঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

রক্ষণায়, পার্বণশ্রাদ্ধস্য, দারিদ্র্যবশাৎ, নিহত্য, নকুলেন।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

জীবনমরক্ষৎ, কোঽপি, অবশ্যমেব, মৃতসর্পঞ্চ, কশ্চিৎ।

২০২৩

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

রক্ষণায়, দেবগ্রামে, ব্রাহ্মণম্, দারিদ্র্যবশাৎ, শিশুপুত্রস্য।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

সুপ্তপুত্রং, রাজকর্মচারী, রক্তলিপ্তমুখং, বালকসমীপম্।

৮। বাম পাশের পদের সঙ্গে ডান পাশের পদের মিল কর :

দানং	কুরু
রক্ষকঃ	গতঃ
ব্রাহ্মণঃ	নাস্তি
কৃপাং	গৃহাণ

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) একদা সা .... পার্বণশ্রাদ্ধস্য দানং গৃহাণ।

(খ) তৎ কিং .... রাজগৃহং গতঃ।

(গ) অবশ্যমেব মম .... হতবান্।

(ঘ) ততো গৃহং .... অনুতপ্তোঽভবৎ।

১০। ‘ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা’ গল্পের উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ।

১১। ‘ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা’ গল্পটি কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত? গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

নবমঃ পাঠঃ

গুরুশিষ্য-সংবাদঃ

[আচার্যঃ আসনে উপবিষ্টঃ। শিষ্যস্য প্রবেশঃ]

শিষ্যঃ — আচার্য! প্রণমামি ভবন্তম্।

গুরুঃ — বৎস! কল্যাণং তে ভবতু। আসনে উপবিশ।

[শিষ্যঃ তথাকরোৎ]

আচার্যঃ — কিং ত্বয়া জ্ঞাতব্যম্?

শিষ্যঃ — বদতু ভবান্ কঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতা মাতা শিক্ষকো বা।

আচার্যঃ — “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ” ইতি শাস্ত্রবচনং সর্বৈরেব সুবিদিতম্। অতঃ পিতা পূজনীয়ঃ শ্রদ্ধেয়শ্চ।

শিষ্যঃ — আচার্য! গর্ভধারিণী প্রসবিত্রী চ মাতা অস্মান্ স্নেহেন যত্নেন চ পালয়তি।

আচার্যঃ — বৎস! সত্যমেতৎ “গর্ভধারণপোষণাভ্যাং তাতান্মাতা গরীয়সী।”

শিষ্যঃ — আচার্য! বদতু তাবৎ শিক্ষকস্য অবদানম্।

আচার্যঃ — পিতা জন্মদাতা শিক্ষকস্তু জ্ঞানদাতা। স জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুষাম্ উন্মীলনং করোতি।

শিষ্যঃ — ভগবদ্‌বচনং শ্রুত্বা প্রীতোহহম্।

আচার্যঃ — সাধু। আয়ুষ্মান্ ভব।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

শিষ্যস্য — শিষ্যের। **তপঃ** — তপস্যা। **শাস্ত্রবচনং** — শাস্ত্রের কথা। **প্রসবিত্রী** — প্রসবকারিণী। **যত্নেন** — যত্নের সঙ্গে। **শিক্ষকস্য** — শিক্ষকের। **চক্ষুষাম্** — চক্ষুগুলোর। **শ্রুত্বা** — শুনে। **ভব** — হও। **তাতাৎ** — পিতা থেকে। **ভবান্** — আপনি।

২০২৩

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

শিক্ষকো বা = শিক্ষকঃ + বা। পরমন্তপঃ = পরমম্ + তপঃ। সর্বৈরেব = সর্বৈঃ + এব। সত্যমেতৎ = সত্যম্ + এতৎ। তাতান্মাতা = তাতাৎ + মাতা। প্রীতোঽহম্ = প্রীতঃ + অহম্।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

ভবন্তম্ — কর্মে ২য়া। আসনে — অধিকরণে ৭মী। সর্বৈঃ — কর্তায় ৩য়া। অস্মান্ — কর্মে ২য়া। তাতাৎ — অপেক্ষার্থে ৫মী। চক্ষুষাম্ — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

প্রশ্নমালা

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :**

(ক) আচার্য শিষ্যকে বসতে বলেছিলেন বেঞ্চে/আসনে/বৃক্ষতলে/ঘাসের উপর।

(খ) পিতা অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ, স্নেহ করেন/গর্ভধারণ করেন/পোষণ করেন/গর্ভধারণ ও পোষণ করেন বলে।

(গ) শিক্ষক অর্থদাতা/সমৃদ্ধিদাতা/জ্ঞানদাতা/মুক্তিদাতা।

(ঘ) শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের চক্ষুরুন্মীলন করেন অঞ্জনশলাকা/অলক্তকশলাকা/লেখনীশলাকা/জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা।

(ঙ) আচার্য শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন বিদ্বান/বুদ্ধিমান/বিত্তবান/আয়ুষ্মান হতে।

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) ——— ভবান্ কঃ শ্রেষ্ঠঃ।

(খ) পিতা হি ———।

(গ) ——— তাতান্মাতা গরীয়সী।

(ঘ) বদতু তাবৎ শিক্ষকস্য ———।

(ঙ) ভগবদ্‌বচনং ——— প্রীতোঽহম্।

৩। **বাক্য রচনা কর :**

প্রণমামি, ত্বয়া, সত্যম্, শিক্ষকস্য, গরীয়সী।

৪। **শব্দার্থ লেখ :**

ভবান্, শাস্ত্রবচনং, যত্নেন, প্রসবিত্রী, শ্রুত্বা।

৫। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর :**

প্রীতোহহম্, পরমন্তপঃ, সত্যমেতৎ, তাতান্মাতা, সর্বৈরেব।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**

সর্বৈঃ, তাতাৎ, ভবন্তম্, চক্ষুষ্মান্, অস্মান্।

৭। **বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :**

ভবন্তম্	জ্ঞাতব্যম্
ত্বয়া	ভব
পিতা	অহম্
প্রীতঃ	স্বর্গঃ
আয়ুষ্মান্	প্রণমামি

৮। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) শিষ্য আচার্যের নিকট কী জানতে চেয়েছিল?

(খ) আচার্য পিতা সম্পর্কে শিষ্যের নিকট কী বলেছিলেন?

(গ) শিষ্য মাতা সম্পর্কে আচার্যের নিকট কী বলেছিল?

(ঘ) শিক্ষক কী দান করেন?

৯। **বাংলায় অনুবাদ কর :**

(ক) পিতা স্বর্গঃ .... শ্রদ্ধেয়শ্চ।

(খ) বৎস! .... গরীয়সী।

(গ) পিতা জন্মদাতা .... করোতি।

১০। **গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ।**

দশমঃ পাঠঃ

শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমহংসঃ

শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমহংসঃ পশ্চিমবঙ্গস্য হুগলীজেলায়াঃ কামারপুকুরগ্রামে আবির্ভূতঃ। ধর্মনিষ্ঠঃ ক্ষুদিরামঃ চট্টোপাধ্যায়ঃ তস্য পিতা। সরলা পতিব্রতা করুণাময়ী চন্দ্রমণিদেবী তস্য মাতা। শৈশবে তস্য নামাসীৎ গদাধরঃ। একদা স জ্যেষ্ঠভ্রাত্রা সহ কলিকাতাম্ আগতঃ। অত্র দক্ষিণেশ্বরে রাসমণিদেব্যা প্রতিষ্ঠিতে কালীমন্দিরে স পূজকোঽভবৎ। তস্য ভক্ত্যা পূজয়া চ প্রীতিং লব্ধ্বা জগজ্জননী কালিকা তৎসমীপে আবির্ভূতা। বিবিধৈর্মতৈঃ সাধনাং কৃত্বা স ঈশ্বরমলভত। অনন্তরং সোঽবদৎ, "সর্বে এব ধর্মাঃ পন্থানশ্চ সত্যম্। যেন কেনচিৎ পথা মতেন বা সাধনাং কৃত্বা ঈশ্বরো লভ্যতে।"

শ্রীরামচন্দ্রমুখোপাধ্যায়স্য কন্যা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণস্য সহধর্মিণী। স্বামী বিবেকানন্দঃ আসীত্তস্য শ্রেষ্ঠঃ শিষ্যঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ অবতারঃ। সঃ 'অবতারবরিষ্ঠঃ' ইতি বিবেকানন্দস্য অভিমতম্। অতঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ অবতাররূপেণ সর্বত্র পূজ্যতে।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

তস্য — তাঁর, **ভক্ত্যা** — ভক্তির দ্বারা। **পূজয়া** — পূজার দ্বারা। **লব্ধ্বা** — লাভ করে। **ঈশ্বরম্** — ঈশ্বরকে। **অলভত** — লাভ করেছিলেন, লাভ করেছিল। **পন্থানঃ** — পথসমূহ। **পথা** - পথের দ্বারা। **মতেন** — মতের দ্বারা। **বিবেকানন্দস্য** — বিবেকানন্দের।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

নামাসীৎ = নাম + আসীৎ। **পূজকোঽভবৎ** = পূজক + অভবৎ। **বিবিধৈর্মতৈঃ** = বিবিধৈঃ + মতৈঃ। **ঈশ্বরমলভত** = ঈশ্বরম্ + অলভত। **পন্থানশ্চ** = পনথানঃ + চ। **আসীত্তস্য** = আসীৎ + তস্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

শৈশবে — কালাধিকরণে ৭মী। **দক্ষিণেশ্বরে, কালীমন্দিরে** — অধিকরণে ৭মী। **ভক্ত্যা, পূজয়া** — হেতু অর্থে ৩য়া। **মতেন, পথা** — করণে ৩য়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

কালীমন্দিরে — কাল্যাঃ মন্দিরম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তস্মিন্। **জগজ্জননী** — জগতঃ জননী (৬ষ্ঠী তৎ)। **অবতারবরিষ্ঠঃ** — অবতারেষু বরিষ্ঠঃ (৭মী তৎ)। **অবতাররূপেণ** — অবতারস্য রূপম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তেন।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপুরে/বাণীপুরে/ব্রহ্মপুরে/কামারপুকুরে।

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় এসেছিলেন মামা/পিতৃব্য/জ্যেষ্ঠতাত/জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে।

(গ) দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাসমণিদেবী/চন্দ্রমণিদেবী/যমুনাদেবী/সারদাদেবী।

(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন মণিকাদেবী/কণিকাদেবী/সারদাদেবী/চন্দ্রাদেবী।

(ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ/স্বামী অভেদানন্দ/স্বামী বিবেকানন্দ/স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শৈশবে তস্য ——— গদাধরঃ।

(খ) স কালীমন্দিরে ———।

(গ) সর্বে ——— পন্থানশ্চ সত্যম্।

(ঘ) ——— শ্রীরামকৃষ্ণস্য সহধর্মিণী।

(ঙ) স্বামী বিবেকানন্দঃ ——— শ্রেষ্ঠঃ শিষ্যঃ।

৩। বাক্য গঠন কর :

আবির্ভূতঃ, পিতা, শৈশবে, বিবেকানন্দঃ, শিষ্যঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

ভক্ত্যা, অলভত, বিবেকানন্দস্য, পথা, মতেন।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

বিবিধৈর্মতৈঃ, আসীত্তস্য, ঈশ্বরমলভত, পন্থানশ্চ, পূজকোঽভবৎ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পথা, পূজয়া, শৈশবে, দক্ষিণেশ্বরে, মতেন।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

জগজ্জননী, অবতাররূপেণ, কালীমন্দিরে, অবতারবরিষ্ঠঃ।

২০২১

৮। বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গো ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

শ্রীরামকৃষ্ণঃ	সত্যম্
কালিকা	পূজ্যতে
শ্রীরামকৃষ্ণস্য মাতা	আবির্ভূতা
অবতাররূপেণ	চন্দ্রমণিদেবী
সর্বে পন্থানঃ	অবতারবরিষ্ঠঃ

৯। বাংলায় উত্তর দাও :

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় আবির্ভূত হন?

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার নাম কী?

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা কেমন ছিলেন?

(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মন্দিরের পূজক ছিলেন?

(ঙ) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলেছিলেন?

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) একদা স .... আবির্ভূতা।

(খ) অনন্তরং সোঽবদৎ .... ঈশ্বরো লভ্যতে।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণঃ .... সর্বত্র পূজ্যতে।

১১। তোমার পাঠ্যাংশ অনুসরণে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী বাংলায় লেখ।

একাদশঃ পাঠঃ

বসন্তকালঃ

বাংলাদেশে ষট্ ঋতবঃ সন্তি। তেষু বসন্ত এব শ্রেষ্ঠঃ। স ঋতুরাজ ইতি উচ্যতে। শীতাৎ পরং বসন্তঃ সমায়াতি। অস্মিন্ কালে পৃথিবী অতীব শোভাময়ী ভবতি। বৃক্ষেষু জায়তে নবানি পত্রাণি। কাননে উদ্যানে চ বিচিত্রাণি পুষ্পাণি বিকশন্তি। সুগন্ধঃ বায়ুর্বাতি। সরোবরস্য জলং ভবতি নির্মলম্। অত্র প্রস্ফুটন্তি মনোহরাণি কমলানি। মধুকরাঃ গুঞ্জন্তি সানন্দম্। তে পুষ্পেভ্যো মধু আহরন্তি রচয়ন্তি চ মধুচক্রম্। দক্ষিণস্যাঃ দিশো বহতি মলয়পবনঃ। বিহগাঃ কূজন্তি মধুরম্। কোকিলাঃ মধুরেণ কুহুরবেণ মুখরন্তি দশ দিশঃ। অস্মিন্ কালে ফাল্গুনীপূর্ণিমায়াং ভবতি দোলোৎসবঃ। তদা সর্বে অনুভবন্তি আনন্দম্। অতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অবদৎ, "অহং ঋতূনাং কুসুমাকরঃ।"

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

ঋতবঃ — ঋতুসমূহ। **শোভাময়ী** — সুন্দরী। **বৃক্ষেষু** — বৃক্ষসমূহে। **জায়তে** — জন্মে। **বাতি** — প্রবাহিত হয়। **মধুকরাঃ** — মৌমাছিরা। **মধুচক্রম্** — চৌমাক। **তদা** — তখন। **কুসুমাকরঃ** — বসন্ত।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

বায়ুর্বাতি = বায়ুঃ + বাতি। **দোলোৎসবঃ** = দোল + উৎসবঃ। **পুষ্পেভ্যো মধু** = পুষ্পেভ্যঃ + মধু। **অতো ভগবান্** = অতঃ + ভগবান্। **কুসুমাকরঃ** = কুসুম + আকরঃ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

তেষু — নির্ধারণে ৭মী। **বৃক্ষেষু** — অধিকরণে ৭মী। **সরোবরস্য** — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **পুষ্পেভ্যঃ** — অপাদানে ৫মী। **মধুচক্রম্** — কর্মে ২য়া। **মধুরম্** — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **ঋতূনাং** — নির্ধারণে ৬ষ্ঠী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

ঋতুরাজঃ — ঋতূনাং রাজা (৬ষ্ঠী তৎ)। **সুগন্ধঃ** — সু (শোভনঃ) গন্ধঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। **মধুকরাঃ** — মধু কুর্বন্তি যে (উপপদতৎ)। **কুসুমাকরঃ** — কুসুমস্য আকরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

২০২৩

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) ঋতুরাজ বলা হয় বর্ষাকে/শরৎকে/হেমন্তকে/বসন্তকে।

(খ) বসন্তকালে মনোহর কমল প্রস্ফুটিত হয় সরোবরে/নদীতে/সমুদ্রে/গোষ্পদে।

(গ) দোলোৎসব হয় চৈত্র মাসের/ফাল্গুন মাসের/মাঘ মাসের/আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায়।

(ঘ) কোকিলের শব্দকে বলা হয় হ্রেষা/কুহু/বৃংহণ/কূজন।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “ঋতুসমূহের মধ্যে আমি শরৎ/হেমন্ত/শীত/কুসুমাকর।”

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বাংলাদেশে ষট্ ———।

(খ) ——— পরং বসন্তঃ সমায়াতি।

(গ) বৃক্ষেষু ——— নবানি পত্রাণি।

(ঘ) ——— জলং ভবতি নির্মলম্।

(ঙ) তে ——— মধু আহরন্তি।

৩। বাক্য গঠন কর :

বসন্তঃ, পত্রাণি, বিকশন্তি, বিহগাঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

কুসুমাকরঃ, জায়তে, বৃক্ষেষু, বাতি, ঋতবঃ।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

দোলোৎসবঃ, অতো ভগবান্, বায়ুর্বাতি, কুসুমাকরঃ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পুষ্পেভ্যঃ, মধুরম্, ঋতূনাং, মধুচক্রম্, সরোবরস্য।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

কুসুমাকরঃ, ঋতুরাজঃ, সুগন্ধঃ, মধুকরাঃ।

২০২৬

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) কোন্ ঋতুকে ঋতুরাজ বলা হয়?

(খ) কখন বসন্তের সমাগম হয়?

(গ) বসন্তকালে সরোবরের জল কেমন হয়?

(ঘ) মধুকর কোথা থেকে মধু আহরণ করে?

(ঙ) মলয়পবন কোন্ দিক থেকে প্রবাহিত হয়?

৯। বামপাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

ষট্	কূজন্তি
বসন্তঃ	অবদৎ
শ্রীকৃষ্ণঃ	ঋতবঃ
দোলোৎসবঃ	ঋতুরাজঃ
বিহগাঃ	ভবতি

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) অস্মিন্ কালে .... বিকশন্তি।

(খ) মধুকরাঃ .... মলয়পবনঃ।

(গ) অস্মিন্ কালে .... কুসুমাকরঃ।

১১। বাংলা ভাষায় বসন্তকালের বর্ণনা দাও।

দ্বাদশঃ পাঠঃ

ঈশ্বরস্তুতিঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা-৫/১)

নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
(গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষৎ, প্রথম উপনিষৎ-১)

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১১/১৮)

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে — বিশ্বের স্থিতি ও বিনাশের হেতুকে। **বিশ্বেশ্বরায়** — বিশ্বের ঈশ্বরকে। **বেদিতব্যং** — জ্ঞাতব্য। **বিশ্বস্য** — বিশ্বের। **শাশ্বতধর্মগোপ্তা** — সনাতনধর্মের রক্ষক। **মতঃ** — অভিমত। **মে** — আমার। **গোবিন্দায়** — গোবিন্দকে। **বিশ্বরূপায়** — বিশ্বরূপকে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ = সৎ + চিৎ + আনন্দবিগ্রহঃ। **অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ** = অনাদিঃ + আদিঃ + গোবিন্দঃ। **নমো নমঃ** = নমঃ + নমঃ। **ত্বমক্ষরং** = ত্বম্ + অক্ষরং। **সনাতনস্ত্বং** = সনাতনঃ + ত্বং। **ত্বমস্য** = ত্বম্ + অস্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

গোবিন্দায়, বিশ্বায়, বিশ্বরূপায়, বিশ্বেশ্বরায় - নমস্ (নমঃ) শব্দ যোগে ৪র্থী। বিশ্বস্য - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। ত্বম্ - কর্তায় ১মা।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

গোবিন্দঃ - গাং বিন্দতি যঃ (উপপদতৎ)। বিশ্বরূপায় - বিশ্বং রূপং যস্য সঃ (বহুব্রীহি), তস্মৈ। বিশ্বেশ্বরায় - বিশ্বস্য ঈশ্বরঃ (৬ষ্ঠী তৎ), তস্মৈ। অক্ষরং - ন ক্ষরং (নঞ্ তৎ)।

প্রশ্নমালা

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) —— সর্বকারণকারণম্।

(খ) নমো বিশ্বরূপায় ——।

(গ) ত্বমস্য —— পরং নিধানম্।

(ঘ) —— শাশ্বতধর্মগোপ্তা।

(ঙ) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ——।

২। **বাক্য গঠন কর :**

অনাদিঃ, ঈশ্বরঃ, গোবিন্দায়, অব্যয়ঃ, মে।

৩। **শব্দার্থ লেখ :**

বিশ্বরূপায়, গোবিন্দায়, বেদিতব্যং, বিশ্বস্য, বিশ্বেশ্বরায়।

৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর :**

নমো নমঃ, ত্বমক্ষরং, সনাতনস্ত্বং, ত্বমস্য।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**

গোবিন্দায়, বিশ্বস্য, ত্বম্।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :**

গোবিন্দঃ, বিশ্বেশ্বরায়, অক্ষরং, বিশ্বরূপায়।

৭। বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

ঈশ্বরঃ	নিধানম্
বিশ্বরূপায়	অব্যয়ঃ
ত্বম্	সর্বকারণকারণম্
বিশ্বস্য	নমঃ

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) ঈশ্বরঃ .... সর্বকারণকারণম্ ॥

(খ) নমো বিশ্বরূপায় .... নমো নমঃ ॥

(গ) ত্বমক্ষরং .... মতো মে ॥

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।

১০। তোমার পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকটি মুখস্থ লেখ।

২০২৫

ত্রয়োদশঃ পাঠঃ

গীতাচয়নম্

(ক) কর্মবিষয়কাঃ শোকাঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২/৪৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৩/৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩/৯

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩/২৬

(খ) জ্ঞানবিষয়কাঃ শোকাঃ

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪/৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩/৩৪

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯

(গ) ভক্তিবিষয়কাঃ শোকাঃ

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯/১৪

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯/২৬

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯/৩১

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৭

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

অকর্মণঃ — কর্ম না করা থেকে। **প্রসিধ্যেৎ** — নির্বাহ হয়। **যোজয়েৎ** — কর্মে নিযুক্ত রাখবেন। **কৌন্তেয়** — হে কুন্তীপুত্র। **বিন্দতি** — লাভ করে। **জ্ঞানং তৎপরঃ** — জ্ঞাননিষ্ঠ। **সংযতেন্দ্রিয়ঃ** — জিতেন্দ্রিয়। **পরিপ্রশ্নেন** — বিনীত জিজ্ঞাসার দ্বারা। **ভক্ত্যুপহৃতম্** — ভক্তিপ্রদত্ত। **প্রতিজানীহি** — নিশ্চয়রূপে জান।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

হ্যকর্মণঃ = হি + অকর্মণঃ। **প্রসিধ্যেদকর্মণঃ** = প্রসিধ্যেৎ + অকর্মণঃ। **কর্মণ্যেবাধিকারস্তে** = কর্মণি + এব + অধিকারঃ + তে। **পবিত্রমিহ** = পবিত্রম্ + ইহ। **কর্মাখিলং** = কর্ম + অখিলং। **জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ** = জ্ঞানিনঃ + তত্ত্বদর্শিনঃ। **শশ্বচ্ছান্তিং** = শশ্বৎ + শান্তিং।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

অকর্মণঃ — অপেক্ষার্থে ৫মী। **জ্ঞানেন** — 'সদৃশম্' শব্দযোগে ৩য়া। **কর্মণি** — অধিকরণে ৭মী। **শ্রদ্ধাবান্** — কর্তায় ১মা। **জ্ঞানং** — কর্মে ২য়া। **সেবয়া** — করণে ৩য়া। **ভক্ত্যা** — করণে ৩য়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

শরীরযাত্রা — শরীরস্য যাত্রা (৬ষ্ঠী তৎ)। **সংযতেন্দ্রিয়ঃ** — সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। **তত্ত্বদর্শিনঃ** — তত্ত্বং পশ্যন্তি যে (উপপদতৎ)। **দৃঢ়ব্রতাঃ** — দৃঢ়ং ব্রতং যেষাং তে (বহুব্রীহি)। **ধর্মাত্মা** — ধর্মঃ আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহি)।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ——— সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।

(খ) তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় ——— সমাচর।

(গ) ——— তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

(ঘ) নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা ——— উপাসতে।

(ঙ) ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা ——— নিগচ্ছতি।

২। বাক্য গঠন কর :

কুরু, সমাচর, কদাচ, বিদ্যতে, প্রণশ্যতি।

৩। শব্দার্থ লেখ :

কৌন্তেয়, অকর্মণঃ, বিন্দতি, সংযতেন্দ্রিয়ঃ, প্রতিজানীহি।

৪। ভাবার্থ লেখ :

(ক) ন হি ....কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

(খ) যো ন .... মে প্রিয়ঃ॥

(গ) নিয়তং কুরু .... প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

পবিত্রমিহ, শশ্বচ্ছান্তিং, কর্মাখিলং, হ্যকর্মণঃ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

কর্মণি, ভক্ত্যা, অকর্মণঃ, জ্ঞানং, জ্ঞানেন।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

তত্ত্বদর্শিনঃ, শরীরযাত্রা, দৃঢ়ব্রতাঃ, ধর্মাত্মা।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) কর্মণ্যেবাধিকারস্তে .... সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

(খ) শ্রদ্ধাবান্ .... শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(গ) পত্রং .... প্রযতাত্মনঃ॥

(ঘ) ক্ষিপ্রং .... প্রণশ্যতি॥

৯। ভক্তিসম্পর্কিত একটি শ্লোক মুখস্থ লেখ।

১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৯ নম্বর শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।

১১। কর্মবিষয়ক একটি শ্লোক মুখস্থ লেখ।

২০২১

চতুর্দশঃ পাঠঃ

বিদ্যাপ্রশস্তিঃ

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥১
শর্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ ॥২
জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥৩
রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥৪

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

করোতি — করে। লোচনাভ্যাং — দুই চোখে। করিষ্যতি — করবে। শর্বরীভূষণং — রাতের অলংকার। জ্ঞাতিভিঃ — জ্ঞাতিগণের দ্বারা। বণ্ট্যতে — বণ্টিত হয়। চৌরেণ — চোরের দ্বারা। কিংশুকাঃ — পলাশফুলগুলো।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

নাস্তি = ন + অস্তি। **নৈব** = ন + এব। **জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে** = জ্ঞাতিভিঃ + বণ্ট্যতে। **চৌরেণাপি** = চৌরেণ + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

লোচনাভ্যাম্ — করণে ৩য়া। **দর্পণঃ** — কর্তায় ১মা। **সর্বস্য** — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **জ্ঞাতিভিঃ** — অনুক্ত কর্তায় (কর্মবাচ্যের কর্তায়) ৩য়া। **বিদ্যাহীনাঃ** — কর্তায় ১মা।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

শর্বরীভূষণং — শর্বর্য্যাঃ ভূষণং (৬ষ্ঠী তৎ)। **পৃথিবীভূষণং** — পৃথিব্যাঃ ভূষণং (৬ষ্ঠী তৎ)। **বিদ্যারত্নং** — বিদ্যা এব রত্নং (রূপককর্মধারয়)। **মহাধনম্** — মহৎ ধনম্ (কর্মধারয়)। **বিদ্যাহীনাঃ** — বিদ্যয়া হীনাঃ (৩য়া তৎ)।

২০২৬

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) শাস্ত্র তার কোন কাজে লাগেনা যার বিদ্যা/ প্রজ্ঞা/শ্রদ্ধা/ভক্তি/ নেই।

(খ) পৃথিবীর ভূষণ রাজা/বিদ্বান/সাধু/কবি।

(গ) দর্পণ কাজে লাগে না যার চোখ/বিদ্যা/বুদ্ধি/ভক্তি নেই।

(ঘ) মহাধন বীরত্ব/সত্যবাদিতা/মততা/বিদ্যা।

(ঙ) বিদ্যাহীন জবা/টগর/কিংশুক/অপরাজিতা ফুলের মত।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) দর্পণঃ কিং ———।

(খ) বিদ্যা ——— ভূষণম্।

(গ) ——— মহাধনম্।

(ঘ) ——— নৈব ক্ষয়ং যাতি।

(ঙ) বিদ্যাহীনা ন ———।

৩। বাক্য রচনা কর :

কদাচন, এব, দর্পণঃ, বিদ্যা, কিংশুকঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রজ্ঞা, জ্ঞাতিভিঃ, কিংশুকাঃ, বণ্ট্যতে, চৌরেণ।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

চৌরেণাপি, নৈব, নাস্তি, জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে।

৬। কারণ উল্লেখ করে বিভক্তি নির্ণয় কর :

শাস্ত্রং, বিদ্যাহীনাঃ, রাজা, জ্ঞাতিভিঃ, সর্বস্য।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

পৃথিবীভূষণং, বিদ্যাহীনাঃ, বিদ্যারত্নং, মহাধনম্।

২০২১

পঞ্চদশঃ পাঠঃ

সুভাষিতানি

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়াঃ বিষং শিরে।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্বাঙ্গে অসতো বিষম্ ॥ ১
বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি ॥ ২
পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্ ॥ ৩
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাদ্দ্রোহঃ প্রবর্ততে।
দ্রোহেণ নরকং যাতি শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিচক্ষণঃ ॥ ৪
মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৫
উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য মুখে প্রবিশন্তি মৃগাঃ ॥ ৬
বরং পর্বতদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খজনসংসর্গঃ সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি ॥ ৭
অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ৮
উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ৯
নীচং গুরুতরযত্নাদর্পিতমপি ভূভৃতোঽগ্রে।
তরলতয়া যৎ সলিলং স্খলতি সহসা স্বয়ং নীচে ॥ ১০

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মক্ষিকায়াঃ— মাছির। **বৃশ্চিকস্য**— বিষাক্ত পোকার। **জায়তে**— জন্ম নেয়। **জাতেন**— জন্মের দ্বারা। **বিচক্ষণ**— পণ্ডিত ব্যক্তি। **লোষ্ট্রবৎ**— মাটির ঢেলার মত। **সর্বভূতেষু**— সকল প্রাণীর মধ্যে। **সুপ্তস্য**— ঘুমন্তের। **পর্বতদুর্গেষু**— পর্বতের গুহায়। **লঘুচেতসাম্**—সংকীর্ণ-হৃদয় ব্যক্তিদের। **কুটুম্বকম্**— আত্মীয়। **ব্যসনে**— বিপদে। **ভূভৃতঃ**— পর্বতের।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ :

বরমেকো = বরম্ + একঃ। **একশ্চন্দ্রস্তমো** = একঃ + চন্দ্রঃ + তমঃ। **ক্রোধাদ্‌দ্রোহঃ** = ক্রোধাৎ + দ্রোহঃ। **শাস্ত্রজ্ঞোঽপি** = শাস্ত্রজ্ঞঃ + অপি। **সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি** = সুরেন্দ্রভবনেষু + অপি। **যস্তিষ্ঠতি** = যঃ + তিষ্ঠতি। **গুরুতরযত্নাদর্পিতমপি** = গুরুতরযত্নাৎ + অর্পিতম্ + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

তক্ষকস্য - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **বিষং** - কর্মে ২য়। **মূর্খশতৈঃ** - করণে ৩য়া। **পরিবর্তিনি** - অধিকরণে ৭মী। **লোভাৎ** - হেতু অর্থে ৫মী। **পরদারেষু** - অধিকরণে ৭মী। **পণ্ডিতঃ** - কর্তায় ১মা। **বনচরৈঃ** - সহার্থে ৩য়া। **লঘুচেতসাম্** - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **তরলতয়া** - হেতু অর্থে ৩য়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

শাস্ত্রজ্ঞঃ- শাস্ত্রং জানাতি যঃ সঃ (উপপদতৎ)। **পরদারেষু** - পরাণাং দারাণি (৬ষ্ঠীতৎ), তেষু। **পর্বতদুর্গেষু** - পর্বতানাং দুর্গাণি (৬ষ্ঠী তৎ), তেষু। **মূর্খজনসংসর্গঃ** - মূর্খঃ জনঃ (কর্মধারয়), তেষাং সংসর্গঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। **সুরেন্দ্রভবনেষু** - সুরাণাম্ ইন্দ্রঃ যঃ সঃ, সুরেন্দ্র (বহুব্রীহি), তস্য ভবনম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তেষু (গৌরবে বহু)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

(ক) তক্ষকের বিষ থাকে মাথায় / দন্তে / পায়ে / লেজে।

(খ) শতমূর্খের চেয়ে ভাল একজন গুণিপুত্র / বিদ্বানপুত্র/ মূর্খপুত্র/ সুন্দরপুত্র।

(গ) লোভ থেকে জন্ম নেয় দ্রোহ/অসুখ/ক্রোধ/আকাঙ্ক্ষা।

(ঘ) সকল প্রাণীকে দেখতে হবে নিজের / শত্রুর / বন্ধুর / মূর্খের মত।

(ঙ) আনন্দে, বিপদে যে পাশে থাকে সে-ই বান্ধব / পণ্ডিত/ গুণী / সজন।

২। শূণ্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ——— বিষং দন্তে।

(খ) বরমেকো ——— পুত্রঃ।

(গ) যাতি বংশঃ ———।

(ঘ) ক্রোধাদ্দ্রোহঃ ——— ।

(ঙ) বসুধৈব ——— ।

৩। বাক্য রচনা কর:

শিরে, হস্তি, মৃগাঃ, বরং, অয়ং, নীচং।

৪। শব্দার্থ লেখ:

পুচ্ছে, অসতঃ, হস্তি, পরিবর্তিনি, লোভাৎ, মাতৃবৎ, প্রবিশন্তি, তরলতয়া।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

মূর্খশতৈরপি, কো বা, সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি, যস্তিষ্ঠতি, বসুধৈব, ভূভৃতোঽগ্রে।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর:

মক্ষিকায়াঃ, সর্বাঙ্গে, সমুন্নতিম্, দ্রোহাৎ, নরকং, মনোরথৈঃ, রাষ্ট্রবিপবে।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ:

মূর্খশতৈঃ, শাস্ত্রজ্ঞঃ, পরদ্রব্যেষু, মূর্খজনসংসর্গঃ। উদারচরিতানাং, রাজদ্বারে।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর:

(ক) তক্ষকস্য-------------বিষম্ ॥

(খ) মাতৃবৎ--------------- পণ্ডিতঃ ॥

(গ) অয়ং নিজ------------- কুটুম্বকম্ ॥

(ঘ) নীচং----------------স্বয়ং নীচে ॥

৯। তোমার পাঠ্যাংশ থেকে যে- কোন একটি শোক উদ্ধৃত কর এবং বাংলায় তার অর্থ লিখ।

১০। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর:

তক্ষকস্য	হস্তি
একশ্চন্দ্রস্তমঃ	নীচে
আত্মবৎ	বিষং
বনচরৈঃ	সর্বভূতেষু
স্বয়ং	সহ

২০২৩

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

পদপ্রকরণম্

শব্দ : কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একত্র হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে বলা হয় শব্দ। যেমন– ন্ + অ + র্ + অ = নর। ল্ + অ + ত্ + আ = লতা।

কিন্তু বর্ণসমষ্টি যদি কোন অর্থ প্রকাশ না করে, তাহলে শব্দ হয় না। যেমন- ক্ + এ + ত্ + অ = কেত। এখানে কতগুলো বর্ণ একত্র হলেও এগুলো মিলিতভাবে কোন অর্থ প্রকাশ না করায় শব্দ হয়নি।

পদ : বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়। যেমন– নর + ঔ = নরৌ।এখানে ‘নর’ একটি শব্দ। এর সঙ্গে ‘ঔ’ এই শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘নরৌ’ পদ গঠিত হয়েছে।

পদের শ্রেণীবিভাগ : পদ পাঁচ প্রকার– বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

১। বিশেষ্য

যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া প্রভৃতির নাম বোঝায়, তাকে বলা হয় বিশেষ্য। যেমন–

ব্যক্তি: গোপালঃ, গোবিন্দঃ, সীতা ইত্যাদি।

বস্তু: বিত্তম্, জলম্, অন্নম্ ইত্যাদি।

স্থান: মথুরা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনম্ ইত্যাদি।

গুণ: মধুরতা, চপলতা, মহত্ত্বম্ ইত্যাদি।

অবস্থা: কৈশোরম্, যৌবনম্, দারিদ্র্যম্ ইত্যাদি।

ক্রিয়া: শয়নম্, দর্শনম্ ইত্যাদি।

২। বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ প্রধানত দুই প্রকার– নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ।

নামবিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য পদের গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে নামবিশেষণ বলে। যেমন– ক্লান্তঃ পথিকঃ। গভীরা রজনী। পক্কম্ ফলম্।

ক্রিয়াবিশেষণ : যে পদ ক্রিয়াপদের অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ও ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন– কোকিলঃ মধুরম্ কূজতি। বালিকা ধীরম্ গচ্ছতি।

৩। সর্বনাম

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন– রামঃ সুশীলঃ বালকঃ, রামঃ প্রতিদিনম্ বিদ্যালয়ম্ গচ্ছতি, রামস্য চরিত্রম্ নির্মলম্–এই তিনটি বাক্যে বারবার 'রাম' পদের ব্যবহারে শ্রুতিকটু দোষ হয়। এজন্য 'রামঃ' পদের পরিবর্তে যদি সঃ (সে) এবং রামস্য (রামের) পদের পরিবর্তে 'তস্য' (তার) পদ ব্যবহার করা হয়, তাহলে বাক্যগুলো শ্রুতিমধুর হয়। সুতরাং শ্রুতিকটু দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ্যের পরিবর্তে অন্য পদ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত এই পদগুলোই সর্বনাম।

কয়েকটি সর্বনাম পদ : তে (তারা), ত্বম্ (তুমি), যঃ (যে), কঃ (কে), কিম্ (কি), অয়ম্ (এই) ইত্যাদি।

৪। অব্যয়

অব্যয় শব্দের অর্থ 'যার ব্যয় নেই'। ব্যয় শব্দের অর্থ পরিবর্তন। সুতরাং যে পদের কখনো কোন পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা সব সময় একই রূপে থাকে, তাকে অব্যয় বলা হয়। যেমন– অধুনা অহং গমিষ্যামি–আমি এখন যাব। তস্যাঃ মুখং পদ্মম্ ইব–তার মুখ পদ্মের মত। এখানে 'অধুনা' এবং 'ইব' অব্যয় পদ।

আরো কয়েকটি অব্যয় পদের উদাহরণ :

কদা (কখন), কুত্র (কোথায়), অতীব (অত্যন্ত), চ (এবং), ততঃ (তারপর), তদা (তখন) ইত্যাদি।

৫। ক্রিয়া

যা দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন— সত্যং বদ–সত্য বল। ধর্মং চর–ধর্ম আচরণ কর। বালকঃ পঠতি–বালকটি পড়ে। বালিকা চন্দ্রম্ পশ্যতি–বালিকা চাঁদ দেখে।

অনুশীলনী

১। শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কী কী?

৩। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? পাঁচটি বিশেষ্য পদের উদাহরণ দাও।

৪। নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? কয়েকটি সর্বনাম পদের উদাহরণ দাও।

৬। অব্যয় কাকে বলে? দুটি অব্যয় পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

২০২৬

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কী বলে?

(খ) 'মধুরতা' কোন্ পদ?

(গ) ক্রিয়াবিশেষণে কোন্ লিঙ্গ হয়?

(ঘ) সর্বনাম পদ কোন্ পদের পরিবর্তে বসে?

(ঙ) 'অব্যয়' শব্দের অর্থ কী?

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে–

(i) কারক (ii) সন্ধি

(iii) পদ (iv) প্রত্যয়।

(খ) 'কদা' একটি–

(i) বিশেষ্য পদ (ii) অব্যয় পদ

(iii) সর্বনাম পদ (iv) বিশেষণ পদ।

(গ) শয়নম্ একটি–

(i) ক্রিয়া পদ (ii) বিশেষ্য পদ

(iii) অব্যয় পদ (iv) বিশেষণ পদ।

(ঘ) 'পক্কম্' একটি–

(i) বিশেষণ পদ (ii) বিশেষ্য পদ

(iii) ক্রিয়া পদ (iv) সর্বনাম পদ।

(ঙ) 'পশ্যতি' একটি

(i) বিশেষ্য পদ (ii) বিশেষণ পদ

(iii) সর্বনাম পদ (iv) ক্রিয়া পদ

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

ণত্ব-ষত্ব-বিধানম্

(ক) ণত্ব-বিধান

যে-সকল বিধান বা নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্-তে পরিণত হয়, তাদের ণত্ব-বিধান বলা হয়।
প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্-তে পরিণত হয় :

১। এক পদস্থিত ঋ, ৠ, র্, ও মূর্ধন্য ষ্–এই চারবর্ণের পরবর্তী দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।

ঋ – তৃণম্, নৃণাম্, ঋণম্, তিসৃণাম্ ইত্যাদি।

ৠ – দাতৄণাম্, পিতৄণাম্, ভ্রাতৄণাম্, নেতৄণাম্ ইত্যাদি।

র্ – কর্ণঃ, বর্ণঃ, চতুর্ণাম্, বিদীর্ণম্, ইত্যাদি।

ষ্ – কৃষ্ণঃ, বিষ্ণুঃ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু ইত্যদি।

দ্রষ্টব্য : ষ্ণ = ষ্ + ণ

২। যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, ব্, হ্, বা ং (অনুস্বার)-এর ব্যবধান থাকে তাহলেও ঋ, ৠ, র্ ও ষ্-এর পরস্থিত একপদস্থ দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যেমন–

স্বরবর্ণের ব্যবধান– করণম্ (র্ + অ + ণ)।

ক–বর্গের ব্যবধান– তর্কেণ (র্ + ক্ + এ + ণ)।

প–বর্গের ব্যবধান– দর্পেণ (র্ + প্ + এ + ণ)।

য্–এর ব্যবধান– সূর্যেণ (র্ + য্ + এ + ণ)।

ব্–এর ব্যবধান– গর্বেণ (র্ + ব্ + এ + ণ)।

হ্–এর ব্যবধান– গ্রহণে (র্ + অ + হ্ + এ + ণ)।

ং (অনুস্বার)-এর ব্যবধান– বৃংহণম্ (ঋ + ং + হ্ + অ + ণ)

৩। পরা, পূর্ব ও অপর শব্দের পরস্থিত 'অহ্ন' শব্দের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যেমন–প্রাহ্ণঃ, পরাহ্ণঃ, পূর্বাহ্ণঃ, অপরাহ্ণঃ।

৭১০৪

৪। প্র, পরা পরি ও নির্–এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী নম্, নশ্, নী প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।

যেমন-

নম্–প্রণমতি, পরিণমতি, প্রণামঃ, পরিণামঃ।

নশ্–প্রণশ্যতি, প্রণাশঃ, পরণিশ্যতি।

নী–প্রণয়তি, প্রণয়ঃ পরিণতি, পরিণয়ঃ।

দ্রষ্টব্য : ্র = র্। ৃ = ঋ। হ্ণ = হ্ + ণ।

(খ) ষত্ব-বিধান

যে-সকল বিধান বা নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্-তে পরিবর্তিত হয় তাদের ষত্ব-বিধান বলা হয়। ষ-ত্বর চারটি প্রধান বিধান বা নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্–এদের যে-কোন বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়।

যেমন–

অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর–মুনিষু, সাধুষু, নদীষু।

ক্-এর পরে–দিক্ষু (ক্ষ = ক্ + ষ)

র্-এর পরে — চতুর্ষু, গীর্ষু, সর্বেষু।

২। ং (অনুস্বার) এবং ঃ (বিসর্গ)-এর ব্যবধান থাকলেও প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যেমন– হবীংষি, ধনূংষি, আয়ুংষু।

৩। ই-কারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর সিচ্, স্থা, সদ্, সিধ্ প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যেমন–

ই-কারান্ত উপসর্গের পর– অভিষেকঃ, প্রতিষ্ঠানম্, নিষাদঃ, প্রতিষেধঃ।

দ্রষ্টব্য : অভিষেকঃ = অভি-সিচ্ + ঘঞ্। প্রতিষ্ঠানম্ = প্রতি-স্থা + অনট্। নিষাদঃ = নি-সদ্ + ঘঞ্। প্রতিষেধঃ = প্রতি-সিধ্ + ঘঞ্।

উ-কারান্ত উপসর্গের পর–অনুষ্ঠানম্, অনুষেধতি।

দ্রষ্টব্য : অনুষ্ঠানম্ = অনু-স্থা + অন্ট। অনুষেধতি = অনু - সিধ্ + লট্ তি।

৪। ট-বর্গের পূর্ববর্তী দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যেমন–কষ্টম্, স্পষ্টঃ, ওষ্ঠঃ, দুষ্টঃ।

২০২৫

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

(ক) তর্কেন/তর্কেণ/তার্কেন/তার্কেণ

(খ) অপরাহ্নঃ/অপরাহ্ণঃ/আপরাহ্নঃ/আপরাহ্ণঃ।

(গ) অনুস্টানম্/অনুষ্ঠাম্/অনুষ্ঠানম্/আনুষ্ঠানম্।

(ঘ) পরিণ্যশ্যতি/পরিণশ্যতি/পরিনষ্যতি/পরিনস্যতি।

২। শুদ্ধ কর :

করনম্, হরিনঃ, পূর্বাহ্ণঃ, মধ্যাহ্নঃ, নরেশু, নদীসু, অনুস্টানম্।

৩। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) এক পদস্থিত ষ্-এর পরে কোন্ ন্ হয়?

(খ) 'তৃণম্' পদে কেন মূর্ধন্য ণ্ হয়েছে?

(গ) 'পূর্বাহ্ন' পদে কেন মূর্ধন্য ণ্ হয়েছে?

(ঘ) 'প্রণয়ঃ' পদে কেন মূর্ধন্য ণ হয়েছে?

(ঙ) ই-কারান্ত উপসর্গের পর 'সিচ্' ধাতুর দন্ত্য স্ কোন্ স হয়?

(চ) 'কষ্টম্' পদে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে কেন?

৪। ষত্ব-বিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রটি উদাহণসহ ব্যাখ্যা কর।

৫। ষত্ব-বিধান কাকে বলে? উদাহরণসহ ষত্ব-বিধানের প্রথম সূত্র দুটি লেখ।

৬। উদাহারণসহ ণত্ব-বিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রটি লেখ।

৭। ণত্ব-বিধান কাকে বলে? উদাহরণসহ ণত্ব-বিধানের প্রথম দুটি সূত্র লেখ।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

শব্দরূপঃ

প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি বিভক্তি ও সম্বোধন পদের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাদের বলা হয় শব্দরূপ। কোন কোন শব্দের সম্বোধন পদে কোন রূপ হয় না। যেমন– অস্মদ্, যুষ্মদ্, ত্রি, চতুর্ ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি শব্দের রূপ প্রদর্শন করা হল :

পুংলিঙ্গ শব্দ

১। সখি (বন্ধু)

বিভক্তি	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
১মা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
২য়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
৩য়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
৪র্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৫মী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
৭মী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে	সখায়ৌ	সখায়ঃ

দ্রষ্টব্য : পূর্বস্থিত অপর কোন শব্দের সঙ্গে 'সখি' শব্দের সমাস হলে তার রূপ 'নর' শব্দের মত হয়। যেমন-প্রিয়সখ, রাজসখ, কৃষ্ণসখ ইত্যাদি।

২। পতি (প্রভু, স্বামী)

বিভক্তি	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
১মা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
২য়া	পতিম্	পতী	পতীন্
৩য়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
৪র্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৫মী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
৭মী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে	পতী	পতয়ঃ

দ্রষ্টব্য : পূর্বস্থিত অপর কোন শব্দের সঙ্গে সমাস হলে 'পতি' শব্দের রূপ 'মুনি' শব্দের মত হয়। যেমন- শ্রীপতি, ভূপতি, নরপতি, মহীপতি, শচীপতি, লক্ষ্মীপতি, নৃপতি, ক্ষিতিপতি ইত্যাদি।

৩। সুধী (জ্ঞানী)

বিভক্তি	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
১মা	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
২য়া	সুধিয়ম্	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
৩য়া	সুধিয়া	সুধীভ্যাম্	সুধীভিঃ
৪র্থী	সুধিয়ে	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
৫মী	সুধিয়ঃ	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্
৭মী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু
সম্বোধন	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ

দ্রষ্টব্য : মন্দধী, অল্পধী, সুশ্রী, গতভী (নির্ভীক) প্রভৃতি ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ 'সুধী' শব্দের মত। 'সুধী' শব্দ এবং 'সুধী' শব্দের মত যেসব শব্দের রূপ হয়, তাদের যেখানে 'য়' থাকবে সেখানেই হ্রস্ব ই-কার হবে, কিন্তু 'য়' না থাকলে দীর্ঘ ঈ-কার হবে।

৪। দাতৃ (দাতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
২য়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৄন্
৩য়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
৪র্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
৫মী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৄণাম্
৭মী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

দ্রষ্টব্য : জেতৃ (জয়কারী), কর্তৃ (কর্তা), শ্রোতৃ (শ্রোতা), হন্তৃ (ঘাতক), ভর্তৃ (স্বামী), নেতৃ (নেতা), বিধাতৃ (বিধাতা) প্রভৃতি ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ 'দাতৃ' শব্দের মত। তবে ভ্রাতৃ, জামাতৃ ও নৃ (মানুষ)–এই কয়টি ঋ-কারান্ত শব্দের রূপে কিছু পার্থক্য আছে।

৫। ভ্রাতৃ (ভাই)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
২য়া	ভ্রাতরম্	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতৄন্
৩য়া	ভ্রাত্রা	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভিঃ
৪র্থী	ভ্রাত্রে	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
৫মী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৄণাম্
৭মী	ভ্রাতরি	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃষু
সম্বোধন	ভ্রাতঃ	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ

দ্রষ্টব্য : পিতৃ, জামাতৃ (জামাতা), দেবৃ (দেবর) প্রভৃতি শব্দের রূপ 'ভ্রাতৃ' শব্দের মত।

২০২৩

৬। গো (গরুজাতি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
২য়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
৩য়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
৪র্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
৫মী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
৬ষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
৭মী	গবি	গবোঃ	গোষু
সম্বোধন	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ

দ্রষ্টব্য : ‘গো’ শব্দ ‘গোজাতি’ অর্থে পুংলিঙ্গ, কিন্তু ‘গাভী’ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

১। বারি (জল)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	বারি	বারিণী	বারীণি
২য়া	বারি	বারিণী	বারীণি
৩য়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
৪র্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
৫মী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
৭মী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু
সম্বোধন	বারে, বারি	বারিণী	বারীণি

দ্রষ্টব্য : দধি, অস্থি (হাড়), সক্‌থি (উরু) ও অক্ষি (চোখ) ভিন্ন সকল হ্রস্ব ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘বারি’ শব্দের মত।

২। মধু (মিষ্ট তরলদ্রব্য বিশেষ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মধু	মধুনী	মধূনি
২য়া	মধু	মধুনী	মধূনি
৩য়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
৪র্থী	মধুনে	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
৫মী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম্
৭মী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু
সম্বোধন	মধো, মধু	মধুনী	মধূনি

দ্রষ্টব্য : অম্বু (জল), অশ্রু (চোখের জল), জানু (হাঁটু), দারু (কাঠ), বস্তু, শ্মশ্রু (দাড়ি) প্রভৃতি হ্রস্ব উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ 'মধু' শব্দের মত।

৩। জল (বারি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	জলম্	জলে	জলানি
২য়া	জলম্	জলে	জলানি
৩য়া	জলেন	জলাভ্যাম্	জলৈঃ
৪র্থী	জলায়	জলাভ্যাম্	জলেভ্যঃ
৫মী	জলাৎ	জলাভ্যাম্	জলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	জলস্য	জলয়োঃ	জলানাম্
৭মী	জলে	জলয়োঃ	জলেষু
সম্বোধন	জলম্	জলে	জলানি

দ্রষ্টব্য : ফল, বন, কানন, তৃণ, পুষ্প, মূল, পত্র, মিত্র, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, নক্ষত্র, মুখ, নয়ন, নগর, শরীর, যুদ্ধ, ক্ষেত্র প্রভৃতি অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ 'জল' শব্দের মত।

সর্বনাম শব্দ

১। অস্মদ্ (আমি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
২য়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
৩য়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
৪র্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
৫মী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
৬ষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
৭মী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

দ্রষ্টব্য : অস্মদ্ শব্দের রূপ তিন লিঙ্গেই সমান।

২। যুষ্মদ্ (তুমি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
২য়া	ত্বাম্,ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্,বঃ
৩য়া	ত্বয়া	যুবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
৪র্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
৫মী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ
৬ষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
৭মী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

৩। তদ্ (সে, তিনি, তা)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সঃ	তৌ	তে
২য়া	তম্	তৌ	তান্
৩য়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
৪র্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
৫মী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
৭মী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

২০২৩

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	তৎ	তে	তানি
২য়া	তৎ	তে	তানি
৩য়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
৪র্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
৫মী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
৭মী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সা	তে	তাঃ
২য়া	তাম্	তে	তাঃ
৩য়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
৪র্থী	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
৫মী	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
৭মী	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

৪। কিম্ (কে, কি)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কঃ	কৌ	কে
২য়া	কম্	কৌ	কান্
৩য়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
৪র্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৫মী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
৭মী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কিম্	কে	কানি
২য়া	কিম্	কে	কানি
৩য়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
৪র্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৫মী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
৭মী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কা	কে	কাঃ
২য়া	কাম্	কে	কাঃ
৩য়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
৪র্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
৫মী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
৭মী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

সংখ্যাবাচক শব্দ

১। এক (একবচনান্ত)

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	একঃ	একম্	একা
২য়া	একম্	একম্	একাম্
৩য়া	একেন	একেন	একয়া
৪র্থী	একস্মৈ	একস্মৈ	একস্যৈ
৫মী	একস্মাৎ	একস্মাৎ	একস্যাঃ
৬ষ্ঠী	একস্য	একস্য	একস্যাঃ
৭মী	একস্মিন্	একস্মিন্	একস্যাম্

২। দ্বি (দুই) -দ্বিচনানন্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	দ্বৌ	দ্বে
২য়া	দ্বৌ	দ্বে
৩য়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৪র্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৫মী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৬ষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
৭মী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

৩। ত্রি (তিন)-বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	ত্রয়ঃ	ত্রীণি	ত্রিস্রঃ
২য়া	ত্রীন্	ত্রীণি	তিস্রঃ
৩য়া	ত্রিভিঃ	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
৪র্থী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
৫মী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম্
৭মী	ত্রিষু	ত্রিষু	তিসৃষু

৪। চতুর্ (চার)-বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	চত্বারঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
২য়া	চতুরঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
৩য়া	চতুর্ভিঃ	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ
৪র্থী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভিঃ	চতসৃভ্যঃ
৫মী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্
৭মী	চতুর্ষু	চতুর্ষু	চতুসৃষু

শব্দরূপের প্রয়োগ

বন্ধুগণ — সখায়ঃ। প্রিয়বন্ধু — প্রিয়সখঃ। পতির দ্বারা — পত্যা। নরপতির — নরপতেঃ। মুনিগণের — মুনীনাম্। হে সুধী — সুধীঃ। দুজন দাতা — দাতারৌ। ঘাতকগণের — হন্তৃণাম্। ভাইদের দ্বারা — ভ্রাতৃভিঃ। গরুর দ্বারা — গবা। গরুগুলো — গাবঃ। মধুর দ্বারা — মধুনা। মধুর — মধুনঃ। জল থেকে — জলাৎ। আমরা দুজন — আবাম্। আমার দ্বারা — ময়া। আমা থেকে — মৎ। সে (পুং) — সঃ, (স্ত্রী) — সা। তার — তস্য। তাকে(স্ত্রী) — তাম্। কারা — কে। কাদের — কেষাম্ (পুং), কাসাম্ (স্ত্রী)। কার — কস্য (পুং), কস্যাঃ (স্ত্রী)। একের দ্বারা — একেন (পুং ও ক্লীব), একয়া (স্ত্রী)। দুটি — দ্বে (ক্লীব ও স্ত্রী)। দুজন (পুং) — দ্বৌ। দুজন (স্ত্রী) — দ্বে। তিনজনের দ্বারা (পুং) — ত্রিভিঃ। তিনজনের দ্বারা (স্ত্রী) — তিসৃভিঃ। চারটি — চত্বারি (ক্লীব)। চারজন (পুং) — চত্বারঃ। চারজন (স্ত্রী) — চতস্রঃ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) ‘পিতৃ’ শব্দের রূপ দাতৃ/ভ্রাতৃ/মাতৃ/কর্তৃ শব্দের মত ।

(খ) ‘অম্বু’ শব্দের রূপ সাধু/বিধু/রিপু/মধু/শব্দের মত ।

(গ) ‘বারি’ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ বারীণাম্/বারিণাম্/বারিণি/বারিণঃ ।

(ঘ) ‘জল’ শব্দের সপ্তমীর দ্বিচনের রূপ জলস্য/জলয়োঃ/জলানাম্/জলেষু ।

(ঙ) পুংলিঙ্গ ‘তদ্’ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ তষ্য/তশ্য/তস্য/তস্মিন্ ।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) শব্দরূপ কাকে বলে?

(খ) ‘জেতৃ’ শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

(গ) ‘নৃ’ শব্দের অর্থ কী?

(ঘ) গাভী অর্থে ‘গো’ শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(ঙ) ‘শ্মশ্রু’ শব্দের রূপ কোন শব্দের মত?

(চ) ‘পত্র’ শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

(ছ) ‘কিম্’ শব্দ কোন্ শব্দের মত?

(জ) ‘কিম্’ শব্দ কোন্ লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়?

(ঝ) ‘ত্রি’ শব্দ কোন্ কোন্ লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়?

৩। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) নরপতেঃ । (খ) মধুনা । (গ) জলাৎ । (ঘ) ময়া । (ঙ) দাতারৌ । (চ) পত্যা । (ছ) বয়ম্ । (জ) ত্বাম্ ।

৪। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) প্রিয় বন্ধু । (খ) আমাদের । (গ) তোমাদের । (ঘ) গরুর দ্বারা । (ঙ) মুনিদের । (চ) ভাইদের দ্বারা । (ছ) কাদের । (জ) তাদের । (ঝ) চারজন ।

৫। নির্দেশ অনুযায়ী নিচের শব্দগুলির রূপ লেখ :

(ক) ‘প্রিয়সখ’ শব্দের তৃতীয়ার একবচন ।

(খ) ‘পতি’ শব্দের প্রথমার বহুবচন ।

২০২৩

(গ) ‘শ্রীপতি’ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ।

(ঘ) ‘সুধী’ শব্দের সপ্তমীর বহুবচন ।

(ঙ) ‘ভর্তৃ’ শব্দের প্রথমার বহুবচন ।

(চ) ‘ভ্রাতৃ’ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ।

(ছ) ‘বারি’ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন ।

(জ) ‘জল’ শব্দের প্রথমার বহুবচন ।

(ঝ) ‘তদ্’ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন ।

(ঞ) ‘তদ্’ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন ।

(ট) ‘এক’ শব্দের পুংলিঙ্গে চতুর্থীর একবচন ।

(ঠ) ‘দ্বি’ শব্দের পুংলিঙ্গে সপ্তমীর দ্বিবচন ।

(ড) ‘চুতুর্’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তৃতীয়ার বহুবচন ।

৬। কিম্ শব্দের পুংলিঙ্গের রূপ লেখ।

৭। যুষ্মদ্ শব্দের রূপ লেখ।

৮। ‘অস্মদ্’ শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

৯। পঞ্চমী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত ‘মধু’ শব্দের রূপ লেখ।

১০। পঞ্চমী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত সুধী শব্দের রূপ লেখ।

১১। প্রথমা থেকে চতুর্থী পর্যন্ত ‘গো’ শব্দের রূপ লেখ।

১২। সকল বিভক্তি ও বচনে ‘দাতৃ’ শব্দের রূপ লেখ।

২০২৬

চতুর্থঃ পাঠঃ

ধাতুরূপঃ

কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতুগুলো তিন প্রকার–পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

বর্তমান কাল বোঝাতে লট্, অতীত কাল বোঝাতে লঙ্, ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে লৃট, বর্তমান অনুজ্ঞা বোঝাতে লোট্ এবং ঔচিত্য অর্থে বিধিলিঙ্-এর প্রয়োগ হয়।

ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ধাতুরূপ গঠিত হয়।

নিম্নে তিঙ্ বিভক্তির আকৃতি প্রদর্শিত হল :

পরস্মৈপদ

লট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্

লোট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অন্তু	ত	আম

লঙ্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	দ্ (ৎ)	স্ (ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	যাৎ	যাস্	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্	যাত	যাম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্	স্যথস্	স্যাবস্
বহুবচন	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্

আত্মনেপদ
লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তে	সে	এ
দ্বিবচন	আতে	আথে	বহে
বহুবচন	অন্তে	ধ্বে	মহে

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তাম্	স্ব	ঐ
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	আবহৈ
বহুবচন	অন্তাম্	ধ্বম্	আমহৈ

২০২৩

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ত	থাস্	ই
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	বহি
বহুবচন	অন্ত	ধ্বম্	মহি

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ঈত	ইথাস্	ঈয়
দ্বিবচন	ঈয়াতাম্	ঈয়াথাম্	ঈবহি
বহুবচন	ঈরন্	ঈধ্বম্	ঈমহি

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	স্যতে	স্যসে	স্যে
দ্বিবহন	স্যেতে	স্যেথে	স্যাবহে
বহুবচন	স্যন্তে	স্যধ্বে	স্যামহে

নিম্নে পাঁচটি ল-কারে অর্থাৎ লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ ও লৃট্ ল-কারে কয়েটি ধাতুরূপ প্রদর্শিত হল।

১। প্রচ্ছ্ (প্রশ্নকরা, জিজ্ঞেস করা)–পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছসি	পৃচ্ছামি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতঃ	পৃচ্ছথঃ	পৃচ্ছাবঃ
বহুবচন	পৃচ্ছন্তি	পৃচ্ছথ	পৃচ্ছামঃ

২০২৩

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পৃচ্ছতু	পৃচ্ছ	পৃচ্ছানি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতাম্	পৃচ্ছতম্	পৃচ্ছাব
বহুবচন	পৃচ্ছন্তু	পৃচ্ছত	পৃচ্ছাম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অপৃচ্ছৎ	অপৃচ্ছঃ	অপৃচ্ছম্
দ্বিবচন	অপৃচ্ছতাম্	অপৃচ্ছতম্	অপৃচ্ছাব
বহুবচন	অপৃচ্ছন্	অপৃচ্ছ	অপৃচ্ছাম

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পৃচ্ছেৎ	পৃচ্ছেঃ	পৃচ্ছেয়ম্
দ্বিবচন	পৃচ্ছেতাম্	পৃচ্ছেতম্	পৃচ্ছেব
বহুবচন	পৃচ্ছেয়ুঃ	পৃচ্ছেত	পৃচ্ছেম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	প্রক্ষ্যতি	প্রক্ষসি	প্রক্ষ্যামি
দ্বিবচন	প্রক্ষ্যতঃ	প্রত্যথঃ	প্রক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	প্রক্ষ্যন্তি	প্রক্ষ্যথ	প্রক্ষ্যামঃ

২। কৃ (করা)-উভয়পদী
পরস্মৈপদী

লট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	করোতি	করোষি	করোমি
দ্বিবচন	কুরুতঃ	কুরুথঃ	কুর্বঃ
বহুবচন	কুর্বন্তি	কুরুথ	কুর্মঃ

লোট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	করোতু	কুরু	করবাণি
দ্বিবচন	কুরুতাম্	কুরুতম্	করবাব
বহুবচন	কুর্বন্তু	কুরুত	করবাম

লঙ্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	অকরোৎ	অকরোঃ	অকরবম্
দ্বিবচন	অকুরুতাম্	অকুরুতম্	অকুর্ব
বহুবচন	অকুর্বন্	অকুরুত	অকুর্ম

বিধিলিঙ্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	কর্যাৎ	কুর্যাঃ	কুর্যাম্
দ্বিবচন	কুর্যাতাম্	কুর্যাতম্	কুর্যাব
বহুবচন	কুর্যুঃ	কুর্যাত	কুর্যাম

লৃট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	করিষ্যতি	করিষ্যসি	করিষ্যামি
দ্বিবচন	করিষ্যতঃ	করিষ্যথঃ	করিষ্যাবঃ
বহুবচন	করিষ্যন্তি	করিষ্যথ	করিষ্যামঃ

আত্মনেপদ

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	কুরুতে	কুরুষে	কুর্বে
দ্বিবচন	কুর্বাতে	কুর্বাথে	কুর্বহে
বহুবচন	কুর্বতে	কুরুধ্বে	কুর্মহে

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	কুরুতাম্	কুরুষ্ব	করবৈ
দ্বিবচন	কুর্বাতাম্	কুর্বাথাম্	করবাবহৈ
বহুবচন	কুর্বতাম্	কুরুধ্বম্	করবামহৈ

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অকুরুত	অকুরুথাঃ	অকুর্বি
দ্বিবচন	অকুর্বাতাম্	অকুর্বাথাম্	অকুর্বহি
বহুবচন	অকুর্বত	অকুরুধ্বম্	অকুর্মহি

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	কুর্বীত	কুর্বীথাঃ	কুর্বীয়
দ্বিবচন	কুর্বীয়াতাম্	কুর্বীয়াথাম্	কুর্বীবহি
বহুবচন	কুর্বীরন্	কুর্বীধ্বম্	কুর্বীমহি

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	করিষ্যতে	করিষ্যসে	করিষ্যে
দ্বিবচন	করিষ্যেতে	করিষ্যেথে	করিষ্যাবহে
বহুবচন	করিষ্যন্তে	করিষ্যধ্বে	করিষ্যামহে

৩। দৃশ্ (দেখা)–পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পশ্যতি	পশ্যসি	পশ্যামি
দ্বিবচন	পশ্যতঃ	পশ্যথঃ	পশ্যামঃ
বহুবচন	পশ্যন্তি	পশ্যথ	পশ্যামঃ

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পশ্যতু	পশ্য	পশ্যানি
দ্বিবচন	পশ্যতাম্	পশ্যতম্	পশ্যাব
বহুবচন	পশ্যন্তু	পশ্যত	পশ্যাম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অপশ্যৎ	অপশ্যঃ	অপশ্যাম্
দ্বিবচন	অপশ্যতাম্	অপশ্যতম্	অপশ্যাব
বহুবচন	অপশ্যন্	অপশ্যত	অপশ্যাম

বিধিলিঙ্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	পশ্যেৎ	পশ্যেঃ	পশ্যেয়ম্
দ্বিবচন	পশ্যেতাম্	পশ্যেতম্	পশ্যেব
বহুবচন	পশ্যেয়ুঃ	পশ্যেত	পশ্যেম

লৃট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	দ্রক্ষ্যতি	দ্রক্ষ্যসি	দ্রক্ষ্যামি
দ্বিবচন	দ্রক্ষ্যতঃ	দ্রক্ষ্যথঃ	দ্রক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	দ্রক্ষ্যন্তি	দ্রক্ষ্যথ	দ্রক্ষ্যামঃ

দ্রষ্টব্য : লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্-এর ‘দৃশ্য’ স্থানে পশ্য’ হয়, লৃট্-এ কিন্তু হয় না।

৪। পা (পান করা)– পরস্মৈপদী

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	পিবতি	পিবসি	পিবামি
দ্বিবচন	বিপতঃ	পিবথঃ	পিবাবঃ
বহুবচন	পিবন্তি	পিবথ	পিবামঃ

লোট্

বচন	**প্রথমপুরুষ**	**মধ্যমপুরুষ**	**উত্তমপুরুষ**
একবচন	পিবতু	পিব	পিবানি
দ্বিবচন	পিবতাম্	পিবতম্	পিবাব
বহুবচন	পিবন্তু	পিবত	পিবাম

২০২৩

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অপিবৎ	অপিবঃ	অপিবম্
দ্বিবচন	অপিবতাম্	অপিবতম্	অপিবাব
বহুবচন	অপিবন্	অপিবত	অপিবাম

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পিবেৎ	পিবেঃ	পিবেয়ম্
দ্বিবচন	পিবেতাম্	পিবেতম্	পিবেব
বহুবচন	পিবেয়ুঃ	পিবেত	পিবেম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পাস্যতি	পাস্যসি	পাস্যামি
দ্বিবচন	পাস্যতঃ	পাস্যথঃ	পাস্যাবঃ
বহুবচন	পাস্যন্তি	পাস্যথ	পাস্যামঃ

দ্রষ্টব্য : লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙে 'পা' ধাতুর 'পা'-স্থানে 'পিব' হয়, লৃট্ –এ হয় না।

৫। হস্ (হাসা)-পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	হসতি	হসসি	হসামি
দ্বিবচন	হসতঃ	হসথঃ	হসাবঃ
বহুবচন	হসন্তি	হসথ	হসামঃ

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	হসতু	হস	হসানি
দ্বিবচন	হসতাম্	হসতম্	হসাব
বহুবচন	হসন্তু	হসত	হসাম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অহসৎ	অহসঃ	অহসম্
দ্বিবচন	অহসতাম্	অহসতম্	অহসাব
বহুবচন	অহসন্	অহসত	অহসাম

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	হসেৎ	হসেঃ	হসেয়ম্
দ্বিবচন	হসেতাম্	হসেতম্	হসেব
বহুবচন	হসেয়ুঃ	হসেত	হসেম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	হসিষ্যতি	হসিষ্যসি	হসিষ্যামি
দ্বিবচন	হসিষ্যতঃ	হসিষ্যথঃ	হসিষ্যাবঃ
বহুবচন	হসিষ্যন্তি	হসিষ্যথ	হসিষ্যামঃ

দ্রষ্টব্য : বদ্, পঠ্, লিখ্, কূজ্, পৎ প্রভৃতি ধাতুর রূপ হস্ ধাতুর মত।

লট্

বদ্ – বদতি, বদতঃ, বদন্তি।

পঠ্ – পঠতি, পঠতঃ, পঠন্তি।

লিখ্ – লিখতি, লিখতঃ, লিখন্তি।

কূজ্ – কূজতি, কূজতঃ, কূজন্তি।

চর্ – চরতি, চরতঃ, চরন্তি।

পৎ – পততি, পততঃ, পতন্তি ইত্যাদি।

৬। খাদ্ (খাওয়া)-পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	খাদতি	খাদসি	খাদামি
দ্বিচন	খাদতঃ	খাদথঃ	খাবাবঃ
বহুবচন	খাদন্তিঃ	খাদথ	খাদামঃ

লোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	খাদতু	খাদ	খাদানি
দ্বিবচন	খাদতাম্	খাদতম্	খাদাব
বহুবচন	খাদন্তু	খাদত	খাদাম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অখাদৎ	অখাদঃ	অখাদম্
দ্বিবচন	অখাদতাম্	অখাদতম্	অখাদাব
বহুবচন	অখাদন্	অখাদত	অখাদাম

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	খাদেৎ	খাদেঃ	খাদেয়ম্
দ্বিবচন	খাদেতাম্	খাদেতম্	খাদেব
বহুবচন	খাদেয়ুঃ	খাদেত	খাদেম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	খাদিষ্যতি	খাদিষ্যসি	খাদিষ্যামি
দ্বিবচন	খাদিষ্যতঃ	খাদিষ্যথঃ	খাদিষ্যাবঃ
বহুবচন	খাদিষ্যন্তি	খাদ্যিথ	খাদিষ্যামঃ

৭। বৃৎ (বর্তমান থাকা) – আত্মনেপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বর্ততে	বর্তসে	বর্তে
দ্বিবচন	বর্তেতে	বর্তেথে	বর্তাবহে
বহুবচন	বর্তন্তে	বর্তধ্বে	বর্তামহে

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বর্ততাম্	বর্তস্ব	বর্তৈ
দ্বিবচন	বর্তেতাম্	বর্তেথাম্	বর্তাবহৈ
বহুবচন	বর্তন্তাম্	বর্তধ্বম্	বর্তামহৈ

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অবর্তত	অবর্তথাঃ	অবর্তে
দ্বিবচন	অবর্তেতাম্	অবর্তেথাম্	অবর্তাবহি
বহুবচন	অবর্তন্ত	অবর্তধ্বম্	অবর্তামহি

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বর্তেত	বর্তেথাঃ	বর্তেয়
দ্বিবচন	বর্তেয়াতাম্	বর্তেয়াথাম্	বর্তেবহি
বহুবচন	বর্তেরন্	বর্তেধ্বম্	বর্তেমহি

লৃট্ – আত্মনেপদী

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বর্তিষ্যতে	বর্তিষ্যসে	বর্তিষ্যে
দ্বিবচন	বর্তিষ্যেতে	বর্তিষ্যেথে	বর্তিষ্যাবহে
বহুবচন	বর্তিষ্যন্তে	বর্তিষ্যধ্বে	বর্তিষ্যামহে

লৃট্-পরস্মৈপদী

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বর্ৎস্যতি	বর্ৎস্যসি	বর্ৎস্যামি
দ্বিবচন	বর্ৎস্যতঃ	বর্ৎস্যথঃ	বর্ৎস্যাবঃ
বহুবচন	বর্ৎস্যন্তি	বর্ৎস্যথ	বর্ৎস্যামঃ

দ্রষ্টব্য : বৃৎ-ধাতু আত্মনেপদী হলেও লৃট্-এ উভয়পদী অর্থাৎ পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর রূপ বৃৎ-ধাতুর মত। তবে লৃট্-এই ধাতুগুলো উভয়পদী নয়, আত্মনেপদী।

লট্

দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া) – দীপ্যতে দীপ্যেতে দীপ্যন্তে

বিদ্ (থাকা) – বিদ্যতে বিদ্যেতে বিদ্যন্তে

জন্ (জন্মান) – জায়তে জায়েতে জায়ন্তে

মন্ (চিন্তা করা) – মন্যতে মন্যেতে মন্যন্তে

যুধ্ (যুদ্ধ করা) – যুধ্যতে যুধ্যেতে যুধ্যন্তে

রম্ (খেলা করা) – রমতে রমেতে রমন্তে

৮। শী (শয়ন করা)-আত্মনেপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	শেতে	শেষে	শয়ে
দ্বিচন	শয়াতে	শয়াথে	শেবহে
বহুবচন	শেরতে	শেধ্বে	শেমহে

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	শেতাম্	শেষ্ব	শয়ৈ
দ্বিবচন	শয়াতাম্	শয়াথাম্	শয়াবহৈ
বহুবচন	শেরতাম্	শেধ্বম্	শয়ামহৈ

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অশেত	অশেথাঃ	অশয়ি
দ্বিবচন	অশয়াতাম্	অশয়াথাম্	অশেবহি
বহুবচন	অশেরত	অশেধ্বম্	অশেমহি

বিধিলিঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	শয়ীত	শয়ীথাঃ	শয়ীয়
দ্বিবচন	শয়ীয়াতাম্	শয়ীয়াথাম্	শয়ীবহি
বহুবচন	শয়ীরন্	শয়ীধ্বম্	শয়ীমহি

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	শয়িষ্যতে	শয়িষ্যসে	শয়িষ্যে
দ্বিবচন	শয়িষ্যেতে	শয়িষ্যেথে	শয়িষ্যাবহে
বহুবচন	শয়িষ্যন্তে	শয়িষ্যধ্বে	শয়িষ্যামহে

ধাতুরূপের বাক্যে প্রয়োগ

সে জিজ্ঞেস করেছিল – সঃ অপৃচ্ছৎ। বিশ্রাম কর – বিশ্রামং কুরু। আমরা চাঁদ দেখছি – বয়ং চন্দ্রং পশ্যামঃ। তারা পান করে – তে পিবন্তি। আমি হাসব – অহং হসিষ্যামি। বালকটি বলেছিল – বালকঃ অবদৎ। মালবিকা লিখবে – মালবিকা লেখিষ্যতি। পাতা পড়ে – পত্রং পততি। পাখি ডাকে – বিগহঃ কূজতি। আমি খাব – অহং
১০২৬ খাদিষ্যামি। সূর্য দীপ্তি পাচ্ছে – সূর্যঃ দীপ্যতে। তোমার শোয়া উচিত – ত্বং শয়ীথাঃ।

অনুশীলনী

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

(ক) পরস্মৈপদে লোট্-এ মধ্যম পুরুষের একবচনে তিঙ্ বিভক্তির আকৃতি– তু/অন্/হি/ত।

(খ) পরস্মৈপদে লঙ্-এ প্রথম পুরুষের একবচনে তিঙ্ বিভক্তির রূপ– স্/দ্/হি/আনি।

(গ) আত্মনেপদে লোট্-এ উত্তমপুরুষের বহুবচনে তিঙ্ বিভক্তির রূপ– আমহৈ/আবহৈ/বহৈ/মহৈ।

(ঘ) বৃৎ-ধাতুর লট্-এ উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ– বর্তামহে/বর্তাবহে/বর্তৈ/বর্তে।

(ঙ) জন্ ধাতুর লঙ্-এ প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ– অজায়ত/অজায়তে/অজায়স্ব/অজায়তাম্।

২। বাক্য রচনা কর :

পৃচ্ছামি, কুর্বঃ, অপশ্যৎ, পশ্যামি, শেতে।

৩। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) আমি জিজ্ঞেস করব। (খ) আমরা চাঁদ দেখছি। (গ) গরুটি জলপান করেছিল। (ঘ) মাধবী লিখবে। (ঙ) পাখি ডাকে।

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) বিশ্রামং কুরু। (খ) কমলা নদীম্ অপশ্যৎ। (গ) তে জলং পাস্যন্তি। (ঘ) পত্রং পততি। (ঙ) সূর্যঃ দীপ্যতে।

৫। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

(ক) লট্ বিভক্তিতে পা-ধাতুর উত্তমপুরুষের বহুবচনের রূপ।

(খ) লঙ্-বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষের একবচনে প্রচ্ছ্-ধাতুর রূপ।

(গ) বিধিলিঙ্-বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষের বহুবচনে দৃশ্-ধাতুর রূপ।

(ঘ) লঙ্-বিভক্তিতে হস্-ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচনের রূপ।

(ঙ) লট্-বিভক্তিতে রম্-ধাতুর প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ।

(চ) বিধিলিঙ্-বিভক্তিতে খাদ্-ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ।

(ছ) লৃট্-বিভক্তিতে বৃৎ-ধাতুর আত্মনেপদে মধ্যমপুরুষের একবচনের রূপ।

(জ) লট্-বিভক্তিতে যুধ্-ধাতুর প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ।

২০২৫

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) কিভাবে ধাতুরূপ গঠিত হয়?

(খ) আত্মনেপদে লঙ্-এ মধ্যমপুরুষের একবচনে কৃ-ধাতুর রূপ কী?

(গ) দৃশ-স্থানে কোথায় কোথায় ‘পশ্য’ হয়?

(ঘ) পা-ধাতুর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ‘পিব’ হয়?

(ঙ) চর্-ধাতুর রূপ কোন্ ধাতুর মত?

(চ) বৃৎ-ধাতু কোন্ পদী?

(ছ) যুধ্-ধাতুর রূপ কোন্ ধাতুর মত?

(জ) লট্-এ জন্-ধাতুর প্রথমপুরুষের একবচনের রূপ কী?

৭। লট্-এ শী-ধাতুর রূপ লেখ।

৮। লৃট্ পরস্মৈপদে বৃৎ-ধাতুর রূপ লেখ।

৯। লট্-এ কূজ্-ধাতুর রূপ লেখ।

১০। লোট্-এ হস্-ধাতুর রূপ লেখ।

১১। বিধলিঙ্-এ পা-ধাতুর রূপ লেখ।

১২। লৃট্-এ দৃশ্-ধাতুর রূপ লেখ।

১৩। লঙ্ পরস্মৈপদে কৃ-ধাতুর রূপ লেখ।

১৪। লট্-এ সকল পুরুষ ও বচনে ও প্রচ্ছ্-ধাতুর রূপ লেখ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

কারক-বিভক্তিঃ

(১) কারক

অহং পঠামি (আমি পড়ি)। কৃষ্ণা রামায়ণং পঠতি (কৃষ্ণা রামায়ণ পড়ছে)।

প্রথম উদাহরণে 'পঠামি' ক্রিয়াটি সম্পন্ন করছে 'অহং' (পদ) শব্দটি। সুতরাং 'পঠামি' ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'অহং (অহম্)' পদের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'পঠতি' ক্রিয়ার সম্পাদিকা 'কৃষ্ণা। আবার 'রামায়ণং (রামায়ণম্)' পদটি 'পঠতি' ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় 'পঠতি' ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কৃষ্ণা' এবং 'রামায়ণং' পদের সম্বন্ধ আছে। এরূপভাবে–

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য যে-সব পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে তাকে কারক বলে।

এজন্য বলা হয়, **"ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্"**।

কারক ছয় প্রকার– কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

(ক) কর্তৃকারক

যে কোন কার্য সম্পাদন করে, তাকে **কর্তৃকারক** বলে। যেমন– **মহেশঃ** পঠতি (মহেশ পড়ছে)। **বৃষ্টিঃ** ভবতি (বৃষ্টি হচ্ছে)।

(খ) কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে বলা হয় কর্মকারক। সাধারণত ক্রিয়াপদকে 'কি' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করে যে-উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলা হয়। যেমন—

গোপালঃ **চন্দ্রং** পশ্যতি (গোপাল চাঁদ দেখছে)।

পুত্রঃ **মাতারম্** অপশ্যৎ (পুত্র মাতাকে দেখেছিল)।

(গ) করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে **করণকারক** বলা হয়। যেমন–

রথেন সঞ্চরতে রাজা (রাজা রথে বিচরণ করছেন)।

বালিকা **হস্তেন** গৃহ্ণাতি (বালিকাটি হাত দ্বারা গ্রহণ করছে)।

(ঘ) সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব অর্থাৎ অধিকার ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন– নিরন্নায় অন্নং দেহি (অন্নহীনকে অন্ন দাও)।

অন্ধজনায় আলোকং দেহি (অন্ধজনকে আলো দাও)

(ঙ) অপাদান কারক

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে-বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদান কারক বলা হয়। যেমন– **বৃক্ষাৎ** পত্রাণি পতন্তি (গাছ থেকে পাতা পড়ছে)। স গ্রামাৎ আয়াতি (সে গ্রাম থেকে আসছে)।

প্রথম উদাহরণে বৃক্ষ থেকে পাতাগুলো পড়ছে, কিন্তু বৃক্ষ স্থির হয়ে আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে সে গ্রাম থেকে সরে এসেছে, কিন্তু গ্রাম স্থির হয়ে আছে। সুতরাং ‘বৃক্ষ’ ও ‘গ্রাম’ অপাদান কারক।

(চ) অধিকরণ কারক

যে-সময়ে, যে-স্থানে বা যে-বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন–

সময়— বর্ষাসু বৃষ্টিঃ ভবতি (বর্ষায় বৃষ্টি হয়)।
বসন্তে কোকিলঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

স্থান— বনে ব্যাঘ্রাঃ নিবসন্তি (বনে বাঘ বাস করে)।
আকাশে চন্দ্রঃ উদেতি (আকাশে চাঁদ উঠছে)।

বিষয়— স ব্যাকরণে পণ্ডিতঃ (তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত)।
সঙ্গীতে নিপুণা লীলা (লীলা সঙ্গীতে নিপুণ)।

বিভক্তি (শব্দবিভক্তি)

শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ গঠন করে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার– প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

(ক) প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। যা ধাতু নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিক বলে। **প্রাতিপদিক** অর্থে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– **বৃক্ষঃ, জলম্, নদী, পুষ্পম্** ইত্যাদি।

২। কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– **নদী** প্রবহতি (নদী প্রবাহিত হচ্ছে)। **ব্রাহ্মণঃ** পূজয়তি (ব্রাহ্মণ পূজা করছেন)।

৩। অব্যয় শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– বিশ্বামিত্রঃ ইতি মহর্ষিঃ আসীৎ (বিশ্বামিত্র নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। “বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্” (বিষবৃক্ষও বর্ধন করে নিজে ছেদন করা উচিত নয়)।

৪। কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– শিশুনা চন্দ্রঃ দৃশ্যতে (শিশু কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয়)। ছাত্রেণ পুস্তকং পঠ্যতে (ছাত্র কৃর্তক পুস্তক পঠিত হয়)।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– স **জলং** পিবতি (সে জল পান করছে)। অহং **তং** জানামি (আমি তাকে জানি)।

২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– বালকঃ **ধীরং** গচ্ছতি (বালকটি ধীরে ধীরে যাচ্ছে)। বালিকা মধুরং গায়তি (বালিকাটি মধুর স্বরে গাইছে)।

৩। ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক ও পথবাচক শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া হয়। যেমন– কালবাচক শব্দের সঙ্গে: সঃ **মাসং** ব্যাকরণং পঠতি (সে একমাস যাবৎ ব্যাকরণ পড়ছে)। পথবাচক শব্দের সঙ্গে: **ক্রোশং** গিরিঃ তিষ্ঠতি (পাহাড়টি একক্রোশ পর্যন্ত অবস্থান করছে)।

৪। অন্তরা (মধ্যে) ও অন্তরেণ (ব্যতীত) শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– ত্বাং মাং চ অন্তরা হরিঃ তিষ্ঠতি (তোমার ও আমার মধ্যে হরি অবস্থান করছে)।

শ্রমম্ অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি (শ্রম বিনা বিদ্যা হয় না)।

৫। অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), উভয়তঃ (উভয়দিকে), নিকষা (নিকটে), সর্বতঃ (সকলদিকে), ধিক্, বিনা, যাবৎ, প্রতি প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–

গ্রামম্ অভিতঃ নদী (গ্রামের সম্মুখে নদী)।

গৃহং পরিতঃ উদ্যানানি (ঘরের চারদিকে বাগান)।

গ্রামম্ উভয়তঃ বনম্ (গ্রামের উভয় দিকে বন)।

নগরং নিকষা নদী প্রবহতি (শহরের নিকট দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে)।

উদ্যানং সর্বতঃ পুষ্পানি (বাগানের সর্বত্র পুষ্প)

দেশদ্রোহিণং ধিক্ (দেশদ্রোহীকে ধিক্)।

দুঃখং বিনা সুখং ন ভবতি (দুঃখ বিনা সুখ হয় না)।

নদীং যাবৎ পন্থাঃ (নদী পর্যন্ত পথ)।

দীনং প্রতি দয়াং কুরু (দরিদ্রের প্রতি দয়া কর)।

২০২৫

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। করণকারকে প্রধানত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– বয়ং **লেখন্যা** লিখামঃ (আমরা কলম দিয়ে লিখি)। অহং **হস্তেন** গৃহ্ণামি (আমি হাত দিয়ে গ্রহণ করছি)।

২। সহ, সার্ধম্, সমম্, প্রভৃতি সহার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– পিতা **পুত্রেণ** সহ গচ্ছতি (পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছেন)। **কেনাপি** (কেন + অপি) সার্ধং কলহং ন কুর্যাৎ (কারো সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়)। গুরুঃ **শিষ্যেণ** সহ গচ্ছতি (গুরু শিষ্যের সঙ্গে যাচ্ছেন)।

৩। উন, হীন, শূন্য, রহিত, অলম্ ও প্রয়োজনার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—

একেন উনঃ (এক কম)। **ধর্মেণ** হীনঃ (ধর্মহীন)। **ধনেন** শূন্যঃ (ধনশূন্য)। **বিবেকেন** রহিতঃ (বিবেকহীন)। **বিবাদেন** অলম্ (বিবাদের প্রয়োজন নেই)। মম **ধনেন** প্রয়োজনম্ অস্তি (আমার ধনের প্রয়োজন আছে।

৪। যে-অঙ্গের বিকারকশত অঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেই অঙ্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– স **চক্ষুষা** কাণঃ (সে কানা)। **পাদেন** খঞ্জঃ বালকঃ (বালকটির পা খোঁড়া)।

৫। যে-লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোনও ব্যক্তি সূচিত হয়, সেই লক্ষণবোধক শব্দের সঙ্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– **পুস্তকেন** ছাত্রং জানামি (পুস্তকের দ্বারা ছাত্রকে বুঝতে পারি)। **জটাভিঃ** তাপসম্ জানামি (জটাসমূহের দ্বারা তপস্বীকে বুঝতে পারি)।

৬। হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– ময়ূরঃ **হর্ষেণ** নৃত্যতি (ময়ূর আনন্দে নাচছে)। বৃদ্ধা **শোকেন** রোদিতি (বৃদ্ধা শোকে কাঁদছেন)।

(ঘ) চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। সম্প্রদান কারকে প্রধানত চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন– **তৃষ্ণার্তায়** জলং দেহি (তৃষ্ণার্তকে জল দাও)। **বস্ত্রহীনায়** বস্ত্রং দেহি (বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও)।

২। তাদর্থ্যে অর্থাৎ নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন– **দানায়** ধনম্ (দানের জন্য ধন)। **অশ্বায়** ঘাসঃ (গোড়ার জন্য ঘাস)।

৩। হিত, সুখ ও নমস্ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন– **ব্রাহ্মণায়** হিতম্ (ব্রাহ্মণের হিত)। সুখং **শিষ্যায়** (শিষ্যের সুখ)। **রামকৃষ্ণায়** নমঃ (রামকৃষ্ণকে নমস্কার)।

(ঙ) পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন– আরোহী **অশ্বাৎ** পততি (আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে)। **মেঘাৎ** বৃষ্টিঃ ভবতি (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়)।

২। দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝাতে নিকৃষ্টের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন– **ধনাৎ** বিদ্যা গরীয়সী (ধন থেকে বিদ্যা বড়)। **পিতুঃ** গরীয়সী মাতা (পিতা থেকে মাতা বড়)।

৩। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- **শীতাৎ** কম্পতে বৃদ্ধঃ (বৃদ্ধ শীতে কাঁপছেন)। **শোকাৎ** ক্রন্দতি মাতা (মা শোকে কাঁদছেন)।

হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তিও হয়। যেমন- **শীতেন** কম্পতে বৃদ্ধঃ (বৃদ্ধ শীতে কাঁপছেন)।

৪। 'বহিস্' ও 'প্রভৃতি' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন– স **গ্রামাৎ** বহিঃ গচ্ছতি (সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে)। **শৈশবাৎ** প্রভৃতি স কৃষ্ণভক্তঃ (শৈশব থেকে সে কৃষ্ণভক্ত)।

(চ) ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- **মম** জননী দয়াবতী (আমার জননী দয়াশীলা)। **নৃপস্য** পুত্রঃ মূর্খঃ (রাজার পুত্র মূর্খ)।

২। তৃপ্ ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন– ন অগ্নিঃ তৃপ্যতি **কাষ্ঠানাম্** /কাষ্ঠৈঃ (অগ্নি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা তৃপ্ত হয় না)।

৩। অনাদর বোঝালে যাকে অনাদর করা হয়, তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন– **রুদতঃ** শিশোঃ মাতা অগচ্ছৎ (মাতা ক্রন্দনরত শিশুকে ফেলে চলে গেলেন)।

৪। জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞা দ্বারা সমুদয় থেকে একের পৃথকীকরণকে বলা হয় নির্ধারণ। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন– **কবীনাং** কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ (কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ)। **বীরাণাং** কর্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ (বীরদের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ)।

(ছ) সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

১। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন– **গগনে** উদেতি ভানুঃ (সূর্য আকাশে উদিত হচ্ছে)। **বসন্তে** পিকঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)। স **কাব্যে** নিপুণঃ (তিনি কাব্যে নিপুণ)।

২। অনাদরে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন– **রুদতি** পুত্রে পিতা অগচ্ছৎ (পিতা রোদনরত শিশুকে ফেলে চলে গেলেন)।

৩। নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন– **ধীরেষু** ভীষ্মঃ শ্রেষ্ঠঃ (ধীরদের মধ্যে ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ)। **ছাত্রেষু** বিপুলঃ উত্তমঃ (ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উত্তম)

৪। যার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য কোন কাজের কাল স্থির করা হয়, তার সঙ্গে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়। একে ভাবে সপ্তমী বলে। যেমন—

সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে (সূর্য উদিত হলে পদ্ম প্রকাশিত হয়)।

চন্দ্রে উদিতে কুমুদিনী বিকশতি (চন্দ্র উদিত হলে কুমুদ বিকশিত হয়)।

৫। নিপুণ, উৎসুক, সাধু প্রভৃতি শব্দযোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—

বিজয়ঃ **সঙ্গীতে** নিপুণঃ (বিজয় সঙ্গীতে পারদর্শী)।

কমলঃ **ব্যাকরণে** সাধুঃ (কমল ব্যাকরণে পারদর্শী)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম/অপাদান/অধিকরণ/করণ কারক বলে।

(খ) যে বস্তু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান/কর্ম/অপাদান/অধিকরণ কারক বলে।

(গ) যাকে দান করা হয়, তাকে বলা হয় সম্প্রদান/অপাদান/অীধকরণ/করণ কারক।

(ঘ) 'অন্তরেণ' শব্দযোগে হয় ৪র্থী/৫মী/৬ষ্ঠী/২য়া বিভক্তি।

(ঙ) 'ঋতে' শব্দযোগে হয় ৪র্থী/৫মী/৬ষ্ঠী/৭মী বিভক্তি।

(চ) 'নিপুণ' শব্দযোগে হয় ২য়া/৪র্থী/৭মী/৫মী বিভক্তি।

(ছ) তৃপ্ ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে হয় ৫মী/১মা/৭মী/৬ষ্ঠী বিভক্তি।

২। বাক্য রচনা কর :

ইতি, চ, ধিক্, পরিতঃ, নিকষা, প্রতি, উভয়তঃ।

৩। উদাহরণ দাও :

অব্যয়যোগে ১মা, নির্ধারণে ৬ষ্ঠী, ভাবে ৭মী, অনাদরে ৬ষ্ঠী, কালাধিকরণে ৭মী, ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া, তাদর্থ্যে ৪র্থী, অপেক্ষার্থে ৫মী।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) 'অলম্' শব্দযোগে কোন্ বিভক্তি হয়?

(খ) 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' বলতে কি বোঝ?

(গ) ‘যাবৎ’ শব্দযোগে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঘ) সম্প্রদান কারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঙ) নমস্ (নমঃ) শব্দযোগে কোন্ বিভক্তি হয়?

(চ) অপেক্ষার্থে কোন্ বিভক্তি হয়?

৫। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) অহং তং জানামি। (খ) শ্রমম্ অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি। (গ) বয়ং লেখন্যা লিখামঃ। (ঘ) পুস্তকেন ছাত্রং জানামি।) (ঙ) পিতুঃ গরীয়সী মাতা। (চ) জ্ঞানাৎ ঋতে সুখং নাস্তি।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) বৃদ্ধ শীতে কাঁপছেন। (খ) বীরদের মধ্যে ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ। (গ) আকাশে চাঁদ উঠছে। (ঘ) বিজয় সঙ্গীতে নিপুণ। (ঙ) শৈশব থেকে সে কৃষ্ণভক্ত। (চ) সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে। (ছ) তৃষ্ণার্তকে জল দাও।

৭। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) সঃ মাসং ব্যাকরণং পঠতি। (খ) পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। (গ) পাদেন খঞ্জঃ বালকঃ। (ঘ) জটাভিঃ তাপসং জানামি (ঙ) মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি। (চ) শীতাৎ কম্পতে বৃদ্ধা। (ছ) ন অগ্নিঃ তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্। (জ) কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৮। উদাহরণসহ পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগের তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

৯। সাধারণত কোন্ কোন্ স্থলে চতুর্থী বিভক্তি হয় ? প্রতিস্থলে একটি করে উদারহণ দাও।

১০। দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর এবং প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

১১। অধিকরণ কারক কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১২। অপাদান কারক কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১৩। কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।

১৪। কারক কাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

সমাসপ্রকরণম্

বিদ্যায়াঃ আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ

মহান্ জনঃ = মহাজনঃ

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘বিদ্যায়াঃ’ একটি পদ এবং ‘আলয়ঃ’ আরেকটি ভিন্ন পদ। এ দুটো পদ মিলিত হয়ে ‘বিদ্যালয়ঃ’ পদটি গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘মহান্’ একটি পদ এবং ‘জনঃ’ আরেকটি পৃথক পদ। এ দুটো পদের মিলনে গঠিত হয়েছে ‘মহাজনঃ’ পদ।

এরূপভাবে **পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট দুই বা বহুপদের একপদে মিলনকে সমাস বলে।**

সমাস শব্দের অর্থ একত্রীকরণ বা সংক্ষেপ।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা: শব্দগঠন, বাক্যের শ্রুতিমধুরতা সাধন ও বাক্যকে সংক্ষিপ্তকরণ – এই তিনটি সমাসের প্রধান প্রয়োজন।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য : সন্ধিতে বর্ণে বর্ণে মিলন হয়, আর সমাসে মিলন হয় দুই বা বহুপদের।

ব্যাসবাক্য : ‘ব্যাস’ শব্দটির অর্থ বিভক্ত হয়ে অবস্থান। সুতরাং যে-বাক্যের সাহায্যে সমাসের অন্তর্গত পদগুলোকে বিভাগ অর্থাৎ পৃথক করা হয়, তার নাম ব্যাসবাক্য। ব্যাসবাক্যের অন্য নাম সমাসবাক্য ও বিগ্রহবাক্য। যেমন– নদী মাতা যস্য সঃ = নদীমাতৃকঃ।

সমস্যমান পদ : যে-সকল পদের মিলনে সমাস গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলা হয়। যেমন– নবম্ অন্নম্ = নবান্নম্। এখানে ‘নবম্’ ও ‘অন্নম্’ দুটো সমস্যমান পদ।

সমস্তপদ : সমাসবদ্ধ পদকে বলা হয় সমস্তপদ। জায়া চ পতিশ্চ = দম্পতী, এখানে ‘দম্পতী’ একটি সমস্তপদ।

সমাসের শ্রেণীভেদ : সমাস প্রধানত চার প্রকার– অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত। কারো কারো মতে সমাস ছয় প্রকার– দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও বহুব্রীহি। আমরাও সমাস ছয় প্রকার বলছি।

১। অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয় শব্দ পূর্বে থেকে যে-সমাস হয় এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা হয়।

১০১৬

অব্যয়ীভাব সমাসে শেষের পদটি থাকে বিশেষ্য এবং অব্যয় ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

সামীপ্য, সাদৃশ্য, অভাব, পশ্চাৎ, যোগ্যতা, বীপ্সা, অনতিক্রম প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

সামীপ্য :	কূলস্য সমীপম্	= উপকূলম্
	গৃহস্য সমীপম্	= উপগৃহম্
সাদৃশ্য :	দ্বীপস্য সদৃশম্	= উপদ্বীপম্
	হরেঃ সদৃশম্	= সহরি
অভাব :	ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ	= দুর্ভিক্ষম্
	মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ	= নির্মক্ষিকম্
পশ্চাৎ :	পদস্য পশ্চাৎ	= অনুপদম্
	রথস্য পশ্চাৎ	= অনুরথম্
যোগ্যতা :	রূপস্য যোগ্যম্	= অনুরূপম্
	দিনং দিনম্	= প্রতিদনম্
	গৃহং গৃহম্	= প্রতিগৃহম্
অনতিক্রম:	বিধিম্ অনতিক্রম্য	= যথাবিধি
	শক্তিম্ অনতিক্রম্য	= যথাশক্তি

২। তৎপুরুষ সমাস

যে-সমাসের পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

বিভক্তির লোপ অনুসারে তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার– দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

গৃহং গতঃ = গৃহগতঃ

শরণম্ আপন্নঃ = শরণাপন্নঃ

২০২৬

তৃতীয়া তৎপুরুষ : পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

কীটেন দষ্টঃ = কীটদষ্টঃ

পদেন দলিতঃ = পদদলিতঃ

চতুর্থী তৎপুরুষ : পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

দেবায় দত্তঃ = দেবদত্তঃ

পুত্রায় হিতম্ = পুত্রহিতম্

পঞ্চমী তৎপুরুষ : পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

বৃক্ষাৎ পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ

শাপাৎ মুক্তঃ = শাপমুক্তঃ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

রাজ্ঞঃ পুত্রঃ = রাজপুত্রঃ

কাল্যাঃ দাসঃ = কালিদাসঃ

সপ্তমী তৎপুরুষ : পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

রণে নিপুণঃ = রণনিপুণঃ

তর্কে পণ্ডিতঃ = তর্কপণ্ডিতঃ

৩। কর্মধারয় সমাস

যে-সমাসে সাধারণত পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য ও সমস্ত পদটি বিশেষ্য হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কর্মধারয় সমাস যেহেতু তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীভেদ, সেহেতু তৎপুরুষ সমাসের মত এই সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাসবাক্যসহ কয়েকটি কর্মধারয় সমাস :

নীলম্ উৎপলম্ = নীলোৎপলম্

রক্তং কমলম্ = রক্তকমলম্

২০২৬

নবম্ অন্নম্	= নবান্নম্
মহান্ বীরঃ	= মহাবীরঃ
মহান্ রাজা	= মহারাজঃ
প্রিয়ঃ সখা	= প্রিয়সখঃ
নব গ্রহাঃ	= নবগ্রহাঃ
সুন্দরং গৃহম্	= সুন্দরগৃহম্

৪। দ্বিগু সমাস

যে-সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং সমাহার অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসবদ্ধ পদ সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যেমন—

ক্লীবলিঙ্গ	ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ	= ত্রিভুবনম্
	চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ	= চতুর্যুগম্
	পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ	= পঞ্চগবম্
স্ত্রীলিঙ্গ	ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ	= ত্রিলোকী
	পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ	= পঞ্চবটী
	সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ	= সপ্তশতী

৫। দ্বন্দ্ব সমাস

যে-সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ব্যাসবাক্যে প্রত্যেক সমস্যমান পদের পরে ‘চ’ — এই অব্যয় যুক্ত হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–

রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ	= রামলক্ষ্মণৌ
ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ	= ভীমার্জুনৌ
কর্ণশ্চ অর্জুনশ্চ	= কর্ণার্জুনৌ

দেবাশ্চ অসুরাশ্চ	= দেবাসুরাঃ
মাতা চ পিতা চ	= মাতাপিতরৌ
জায়া চ পতিশ্চ	= দম্পতী
ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ	= ইন্দ্রাবরুণৌ
মিত্রশ্চ বরুণশ্চ	= মিত্রাবরুণৌ
কৃষ্ণশ্চ অর্জুনশ্চ	= কৃষ্ণার্জুনৌ

৬। বহুব্রীহি সমাস

যে-সমাসে সমস্যমান পদের কোনটির অর্থ প্রধানরূপে না বুঝিয়ে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে পুংলিঙ্গে 'যস্য' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'যস্যাঃ' পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

নদী মাতা যস্য সঃ	= নদীমাতৃকঃ
পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ	= পীতাম্বরঃ
শোভনং হৃদয়ং যস্য সঃ	= সুহৃৎ
মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ	= মহাবাহুঃ
মহান্তৌ ভুজৌ যস্য সঃ	= মহাভুজঃ
মহতী মতিঃ যস্য সঃ	= মহামতিঃ
যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ	= যুবজানিঃ
সীতা জায়া যস্য সঃ	= সীতাজানিঃ
বীণা পাণৌ যস্যাঃ সা	= বীণাপাণিঃ
মৃতঃ ধবঃ যস্যাঃ সা	= বিধবা

প্রশ্নমালা

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) গৃহস্য সমীপম্ = প্রতিগৃহম্/উপগৃহম্/পরিগৃহম্/সগৃহম্।

(খ) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ = ত্রিলোকী/ত্রিলোকম্/ত্রিলোকি/ত্রিলোকঃ।

(গ) তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের/মধ্যপদের/উভয়পদের/পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে।

(ঘ) সমাহার অর্থ প্রকাশ করে দ্বিগু/দ্বন্দ্ব/তৎপুরুষ/অব্যবীয়ভাব সামস।

২। একপদে প্রকাশ কর :

(ক) বিধিম্ অনতিক্রম্য। (খ) রণে নিপুণঃ। (গ) সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ। (ঘ) নদী মাতা যস্য সঃ। (ঙ) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ। (চ) ভিক্ষায়া অভাবঃ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) সমাস শব্দের অর্থ কী?

(খ) সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) সমাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাসবন্ধ পদ কোন লিঙ্গ হয়?

(ঙ) বহুব্রীহি সমাসে কোন পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে?

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তে বিদ্যালয়ং গচ্ছন্তি। (খ) অর্জুনঃ রণনিপুণ আসীৎ। (গ) বাংলাদেশো নদীমাতৃকঃ। (ঘ) সা নীলোৎপলং চিনোতি। (ঙ) কালিদাসঃ মহাকবিঃ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) ফলটি বৃক্ষ থেকে পতিত হয়েছে। (খ) যযাতি শাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। (গ) সে আমার প্রিয় বন্ধু। (ঘ) বালিকারা লালপদ্ম চয়ন করছে। (ঙ) এটি পঞ্চবটী।

৬। সমাস ও ব্যাসবাক্য লেখ :

দম্পতী, উপকূলম্, কালিদাসঃ, নবান্নম্, পঞ্চবটী।

২০২৬

৭। বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? এই সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত কী থাকে? উদাহরণ দাও।

৮। তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? বিভক্তির লোপ অনুসারে তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

৯। অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অব্যয়ীভাব সমাস হয়? প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

১০। ব্যাসবাক্য, সমস্তপদ ও সমস্যমান পদের পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ।

১১। সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

সপ্তমঃ পাঠঃ

সন্ধিপ্রকরণম্

সন্ধি : অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলা হয়। যেমন– মহা + ঈশঃ = মহেশঃ। এখানে 'মহা' পদের অন্তস্থিত 'আ' এবং 'ঈশঃ' পদের পূর্বস্থিত 'ঈ' মিলিত হয়ে 'এ' হয়েছে।

সন্ধির অপর নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীবিভাগ : সন্ধি দুই প্রকার– স্বরসন্ধি বা অচ্‌সন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্‌সন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি বা অচ্‌সন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বা অচ্‌সন্ধি বলা হয়। যেমন– দেব + আলয়ঃ = দেবালয়ঃ। এখানে 'দেব' পদের অন্তস্থিত অ এং 'আলয়ঃ' পদের প্রথমে অবস্থিত আ মিলিত হয়ে আ হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্‌সন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্‌সন্ধি বলে। যেমন– চলৎ + চিত্রম্ = চলচ্চিত্রম্। এখানে চলৎ পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ ৎ (ত্)-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণ চ থাকায় ৎ স্থানে চ্ হয়েছে এবং উভয়ের মিলনে হয়েছে চ্চ। বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ। এখানে 'বাক্' শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক্'-এর পর স্বরবর্ণ 'ঈ' থাকায় ক্ স্থানে গ্ হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন– পুনঃ + আগতঃ = পুনরাগতঃ। এখানে 'পুনঃ' পদের অন্তস্থিত ঃ (বিসর্গ)-এর পরে স্বরবর্ণ 'অ' থাকায় বিসর্গস্থানে র্ হয়েছে। কঃ + চিৎ = কশ্চিৎ। এখানে 'কঃ' পদের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে 'চ' — এই ব্যঞ্জনবর্ণ থাকায় বিসর্গস্থানে 'শ্' হয়েছে।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা : সন্ধির দ্বারা শব্দগঠন, বাক্যসংক্ষেপণ ও শ্রুতিমধুরতা সম্পাদিত হয়।
সন্ধির অপরিহার্যতা : একপদে, ধাতু বা ধাতুঘটিত শব্দের পূর্বে উপসর্গের যোগে, সমাসে এবং সূত্রে সন্ধি অবশ্যকরণীয়।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-আর কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় :

অ + অ = আ	নীল + অম্বরম্ = নীলাম্বরম্
অ + আ = আ	হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ
আ + অ = আ	মহা + অর্ঘ = মহার্ঘঃ
আ + আ = আ	মহা + আশয়ঃ + মহাশয়ঃ

২। হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে দীর্ঘ ঈ-কার হয়, দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ	কবি + ইন্দ্রঃ = কবীন্দ্রঃ
ই + ঈ = ঈ	গিরি + ঈশঃ = গিরীশঃ
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্রঃ = মহীন্দ্রঃ
ঈ + ঈ = ঈ	লক্ষ্মী = ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ

৩। হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কারের পর হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঊ-কার হয়, ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ	বিধু + উদয়ঃ বিধূদয়ঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মিঃ
ঊ + উ = ঊ	বধূ + উৎসবঃ = বধূৎসবঃ
ঊ + ঊ = ঊ	ভূ + ঊর্ধ্বম্ = ভূর্ধ্বম্

৪। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ
আ + ই = এ	মহা = ইন্দ্রঃ = মহেন্দ্রঃ
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	মহা + ঈশ্বরঃ = মহেশ্বরঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও	চন্দ্র + উদয়ঃ = চন্দ্রোদয়ঃ
আ + উ = ও	গঙ্গা + উদকম্ = গঙ্গোদকম্
অ + ঊ = ও	গৃহ + ঊর্ধ্বম্ = গৃহোর্ধ্বম্
আ + ঊ = ও	গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ।

২০২৫

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে অর্ হয়। অর্-এর 'অ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ (´) রূপে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ সপ্ত + ঋষিঃ = সপ্তর্ষিঃ

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ

আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষিঃ = মহর্ষিঃ

আ + ঋ = অর্ রাজা + ঋষিঃ = রাজর্ষিঃ

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ এক + একম্ = একৈকম্

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ

আ + ও = ঔ মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ

অ + ঔ = ঔ গত + ঔৎসুক্যম্ = গতৌৎসুক্যম্

আ = ঔ = ঔ মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৯। হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের পর যদি হ্রস্ব-ইকার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকে, তবে হ্রস্ব ই-কার বা দীর্ঘ ঈ-কার স্থানে 'য্' হয়। উক্ত য্ য-ফলা (্য)-রূপে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ য্-কারে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + অ = ই-স্থানে য্ যদি + অপি = যদ্যপি

ই + উ = ই-স্থানে য্ অভি + উদয়ঃ = অভ্যুদয়ঃ

ই + ঊ = ই-স্থানে য্ প্রতি + ঊষঃ = প্রত্যূষঃ

ই + এ = ই-স্থানে য্ প্রতি + একম্ = প্রত্যেকম্

ঈ + আ = ঈ-স্থানে য্ দেবী + আগতা = দেব্যাগতা

ঈ + এ = ঈ-স্থানে য্ বাপী + এষা = বাপ্যেষা

১০। উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর যদি উ-কার কিংবা ঊ-কার ব্যতীত অন্য স্বরবর্ণ থাকে, তবে উ-কার বা ঊ-কার স্থানে 'ব্' হয়। উক্ত 'ব্' পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + এ = উ-স্থানে ব্	অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্
উ + ই = উ-স্থানে ব্	অনু + ইতঃ = অন্বিতঃ
উ + আ = উ-স্থানে ব্	সু + আগতম্ = স্বাগতম্
উ + অ = উ-স্থানে ব্	অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ

১১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত এ-স্থানে অয়্, ঐ-স্থানে আয়্, ও-স্থানে অব্ এবং ঔ-স্থানে আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = এ-স্থানে অয়্	শে + অনম্ = শয়নম্
ঐ + অ = ঐ-স্থানে অয়্	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ঐ + অ = ঐ-স্থানে অয়্	নৈ + অকঃ = নায়কঃ
ও + অ = ও-স্থানে অব্	ভো + অনম্ = ভবনম্
ও + অ = ও-স্থানে অব্	পো + অনঃ = পবনঃ
ঔ + ই = ঔ-স্থানে আব্	নৌ + ইকঃ = নাবিকঃ
ঔ + উ = ঔ-স্থানে আব্	ভৌ + উকঃ=ভাবুকঃ

ব্যঞ্জনসন্ধির সাধারণ নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ্ কিংবা ছ্ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ	মহৎ + চক্রম্ = মহচ্চক্রম্
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ্ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ
ত্ + চ = চ্চ	বিপৎ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ
ত্ + ছ = চ্ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচ্ছত্রম্
দ্ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। ত্ ও দ্-এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ	যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ
ত্ + জ = জ্জ	যাবৎ + জীবনম্ = যাবজ্জীবনম্
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
দ্ + জ = জ্জ	তদ্ + জন্ম = তজ্জন্ম
দ্ + ঝ = জ্ঝ	তদ্ + ঝনৎকারঃ = তজ্ঝনৎকারঃ

৩। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর হ্-কার থাকলে ত্-স্থানে দ্ এবং হ্-স্তানে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ
ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হতঃ = উদ্ধতঃ
ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হৃতঃ = উদ্ধৃতঃ
দ্ + হ = দ্ধ	তদ্ + হিতম্ = তদ্ধিতম্
দ্ + হ = দ্ধ	পদ্ + হতিঃ = পদ্ধতিঃ

৪। চ্-কার কিংবা জ্-কারের পর দন্ত্য ন্ থাকলে ন্-স্থানে ঞ্ হয়। যেমন-

চ্ + ন = চ্ঞ	যাচ্ + না = যাচ্ঞা
জ্ + ন = জ্ঞ	যজ্ + নঃ = যজ্ঞঃ
জ্ + ন = জ্ঞ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

৫। ত্ কিংবা দ্-এর পর যদি ল্ থাকে তবে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যেমন-

ত্ + ল = ল	উৎ + লেখঃ = উল্লেখঃ
ত্ + ল = ল	উৎ + লিখিতঃ = উল্লিখিতঃ
ত্ + ল = ল	উৎ + লাসঃ = উল্লাসঃ
দ্ + ল = ল	তদ্ + লীলা = তল্লীলা

৬। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর যদি তালব্য শ্ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-স্থানে চ্ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ্ হয়। যেমন-

ত্ + শ = চ্ছ	তৎ + শ্রুত্বা = তচ্ছ্রুত্বা
ত্ + শ = চ্ছ	মৃৎ + শকটিকম্ = মৃচ্ছকটিকম্
ত্ + শ = চ্ছ	উৎ + শ্বাসঃ = উচ্ছ্বাসঃ
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৭। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পদের অন্তে অবস্থিত ক্-স্থানে গ্, চ্-স্থানে জ্, ট্-স্থানে ড্ এবং প্-স্থানে ব্ হয়। যেমন-

বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ

দিক্ + গজ = দিগ্গজঃ

ণিচ্ + অন্তঃ = ণিজন্তঃ

অচ্ + অন্তঃ = অজন্তঃ

সম্রাট্ + বদতি = সম্রাড্ বদতি

অপ্ + হরণম্ = অব্হরণম্

৮। অন্তঃস্ত বর্ণ য্, র্, ল্, ব্, বা উষ্মবর্ণ শ্, ষ্, স্ হ্ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন-

করুণম্ + রোদিতি = করুণং রোদিতি

ধনম্ + লভতে = ধনং লভতে

সম্ + বাদঃ = সংবাদঃ

শয্যায়াম্ + শেতে = শয্যায়াং শেতে

ক্লেশম্ + সহতে = ক্লেশং সহতে

মৃগম্ + হতবান্ = মৃগং হতবান্

৯। স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার (ং) অথবা যে-বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন-

কিম্ + করোষি = কিংকরোষ, কিঙ্করোষি

শীঘ্রম্ + চলতি = শীঘ্রংচলতি, শীঘ্রঞ্চলতি

ধনম্ + দেহি = ধনংদেহি, ধনন্দেহি

চন্দ্রম্ + পশ্য = চন্দ্রং পশ্য, চন্দ্রম্পশ্য

১০। হ্রস্বস্বরের পরে অবস্থিত ছ্-স্থানে চ্ছ্ হয়। যেমন–

পরি + ছেদঃ = পরিচ্ছেদঃ

বি + ছেদঃ = বিচ্ছেদঃ

অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া

বিসর্গসন্ধির সাধারণ নিয়মসমূহ

১। বিসর্গের পরে চ্ কিংবা ছ্ থাকলে বিসর্গস্থানে শ্, ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকলে বিসর্গস্থানে ষ্ এবং ত্ কিংবা থ্ পরে থাকলে বিসর্গস্থানে স্ হয়। যেমন–

ঃ + চ = শ্চ	পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ +পূর্ণশ্চন্দ্রঃ
ঃ + ছ = শ্ছ	মুনেঃ + ছাত্রাঃ = মুনেশ্ছাত্রাঃ
ঃ + ট = ষ্ট	ধনুঃ + টঙ্কারঃ = ধনুষ্টঙ্কারঃ
ঃ + ত = স্ত	নিঃ + তারঃ = নিস্তারঃ
ঃ + ত = স্ত	উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

২। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন–

শান্তঃ + গজঃ	= শান্তো গজঃ
ভগ্নঃ + ঘটঃ	= ভগ্নো ঘটঃ
শিরঃ + মণিঃ	= শিরোমণি

লোহিতঃ + রবিঃ	= লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ	= কৃতো লোভঃ
শীতলঃ + বায়ুঃ	= শীতলো বায়ুঃ
মনঃ + হরঃ	= মনোহরঃ
ভীতঃ + হরিণঃ	= ভীতো হরিণঃ

৩। র পরে থাকলে বিসর্গস্থানে যে র্ হয় তার লোপ হয় এং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন–

নিঃ + রবঃ	= নীরবঃ
নিঃ = রোগঃ	= নীরোগঃ
নিঃ + রসঃ	= নীরসঃ
চক্ষু + রোগঃ	= চক্ষূরোগঃ

৪। অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং লোপের পরে আর সন্ধি হয় না। যেমন–

কুতঃ + আয়াতঃ	= কুত আয়াতঃ
অতঃ + এব	= অতএব
দেবঃ + আগতঃ	= দেব আগতঃ
সূর্যঃ + উদিতঃ	= সূর্য উদিতঃ

৫। কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরে থাকলে নমঃ, তিরঃ, পুনঃ এই অব্যয় তিনটির বিসর্গস্থানে দন্ত্য স্ হয়। যেমন–

নমঃ + কারঃ	= নমস্কারঃ
তিরঃ + কারঃ	= তিরস্কারঃ
পুরঃ + কারঃ	= পুরস্কারঃ

২০২৩

৬। ক, খ, প, ফ পরে থাকলে নিঃ, দুঃ, প্রাদুঃ, আবিঃ, বহিঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের অর্থাৎ অ-কার এবং আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গস্থানে মূর্ধন্য ষ্ হয়। যথা–

নিঃ+ করঃ	= নিষ্করঃ
দুঃ + করম্	= দুষ্করম্
বহিঃ + কৃতঃ	= বহিষ্কৃতঃ
আবিঃ + কারঃ	= আবিষ্কারঃ
চতুঃ + পথম্	= চতুষ্পথম্
চতুঃ + পদঃ	= চতুষ্পদঃ

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) বিধু + উদয়ঃ = বিধুদয়ঃ/বিধূদয়ঃ/বিধ্বদয়ঃ/বিন্ধিদয়ঃ।

(খ) অ-কার এবং ও-কার মিলে হয় এ-কার/ঐ-কার/ঔ-কার/ও-কার।

(গ) নিস্তারঃ = নিঃ + তারঃ/নি +তারঃ/নী + তারঃ/নির +তারঃ।

(ঘ) মনোহরঃ = মন + হরঃ/মনো + হরঃ/মনঃ + হরঃ/মনে + হরঃ।

(ঙ) উষ্মবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে হয় বিসর্গ/চন্দ্রবিন্দু/অনুস্বার/ন্।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) – + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ। (খ) উৎ + হতঃ = –। (গ) অনু + – = অন্বেষণম্। (ঘ) – + ঈশঃ = বাগীশঃ। (ঙ) – + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া। (চ) পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = –।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

মহাশয়ঃ, দেবেন্দ্রঃ, মহেশ্বরঃ, রাজর্ষিঃ, স্বাগতম্, গায়কঃ, উচ্চারণম্, উদ্ধারঃ, তচ্ছ্রুত্বা, বহিষ্কৃতঃ, নমস্কারঃ অতএব।

৪। সন্ধি কর :

এক + একম্, প্রতি + উষঃ, ভৌ + উকঃ, উৎ + লেখঃ, পরি + ছেদঃ, নিঃ + তারঃ, নিঃ + রবঃ, মনঃ + হরঃ, মুনেঃ + ছাত্রাঃ।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) স্বরসন্ধির অন্য নাম কী?

(খ) ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম কী?

(গ) সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী?

(ঘ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সন্ধি অপরিহার্য?

(ঙ) অ-কারের পর আ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে কী হয়?

(চ) অ-কারের পর ও-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে কী হয়?

(ছ) ত্-এর পর চ্ থাকলে ত্-স্থানে কি হয়?

৬। যথাসম্ভব সন্ধি ব্যবহার করে সংস্কৃত অনুবাদ কর :

(ক) দেবী এলেন। (খ) আচার্যের আদেশ। (গ) প্রভাতে সূর্যের উদয়। (ঘ) তিনি আমার মাথার মণি। (ঙ) পূর্ণ চন্দ্র। (চ) ঘোড়া দৌড়ায়। (ছ) দুর্জন থেকে ভয়।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) স আগতঃ। (খ) শিশুর্হসতি। (গ) প্রাতর্ভ্রমণং কুরু। (ঘ) কমলমিব নয়নম্ (ঙ) পিত্রাদেশং পালয়। (চ) রামঃ সীতায়াঃ অন্বেষণং চকার।

৮। বিসর্গসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৯। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

১০। সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

অষ্টমঃ পাঠঃ

বাচ্যপ্রকরণম্

‘বাচ্য’ শব্দের অর্থ বক্তব্য বিষয়। মানুষের বক্তব্য বিষয় প্রকাশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভঙ্গি বা রীতি-নীতি আছে। এই রীতি-নীতি বা ভঙ্গিই বাচ্য।

সংস্কৃতে বাচ্য চার প্রকার– কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

১। কর্তৃবাচ্য

বাক্যের যে-রীতিতে কর্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে।

এই বাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়, অর্থাৎ কর্তায় যে পুরুষ ও যে বচন হয়, ক্রিয়ায়ও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়। যেমন–

অহং রামায়ণং পঠামি (আমি রামায়ণ পড়ি)

ত্বং রামায়ণং পঠসি (তুমি রামায়ণ পড়)

বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি (বালকটি চাঁদ দেখছে)

বালকৌ অন্নং খাদতঃ (দুজন বালক ভাত খাচ্ছে)

বালকাঃ অন্নং খাদন্তি (বালকেরা ভাত খাচ্ছে)।

২। কর্মবাচ্য

বাক্যের যে-রীতিতে কর্মের প্রাধান্য থাকে, তাকে কর্মবাচ্য বলে।

কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। সকল ধাতুই আত্মনেপদী হয় এবং লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্-এর চারটি ল-কারে ধাতুর উত্তর ‘য্’ হয়। যেমন–

তেন অহং দৃশ্যে (তার দ্বারা আমি দৃষ্ট হচ্ছি)।

তেন ত্বং দৃশ্যসে (তার দ্বারা তুমি দৃষ্ট হচ্ছো)।

ময়া স দৃশ্যতে (সে আমার দ্বারা দৃষ্ট হচ্ছে)।

তেন পুস্তকং পঠ্যতে (তার দ্বারা পুস্তক পঠিত হচ্ছে)।

তেন পুস্তকৌ পঠ্যেতে (তার দ্বারা দুটি পুস্তক পঠিত হচ্ছে)।

তেন পুস্তকানি পঠ্যন্তে (তার দ্বারা পুস্তকগুলি পঠিত হচ্ছে)।

৩। ভাববাচ্য

যে-বাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে, তাকে ভাববাচ্য বলে।

ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষের একবচনান্ত হয়। কর্মবাচ্যের মত লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারটি ল-কারে ধাতুর উত্তর 'য্' হয় এবং ধাতু আত্মনেপদী হয়।

কেবল অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রেই ভাববাচ্য হয়। যেমন—

তেন নৃত্যতে (তার নাচা হচ্ছে)।

ময়া স্থীয়তে (আমার থাকা হচ্ছে)।

শিশুনা শয্যতে (শিশুর শোয়া হচ্ছে)।

বালকৈঃ হস্যতে (বালকদের হাসা হচ্ছে)।

৪। কর্মকর্তৃবাচ্য

যে-বাচ্যে কর্তার নিজগুণেই যেন আপনা থেকে কাজ হচ্ছে এরূপ বোঝায়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। 'ভিদ্যতে বৃক্ষঃ'–বৃক্ষটি ভেঙে যাচ্ছে বললে বোঝায় বৃক্ষটি আপনা-আপনিই ভেঙে যাচ্ছে। এরূপ– পচ্যতে ওদনঃ (ভাত রান্না হচ্ছে)। ছিদ্যতে বস্ত্রম্ (কাপড় ছিঁড়ছে)।

বাচ্য পরিবর্তন

অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম বাচ্য পরিবর্তন। বাচ্য পরিবর্তনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন :

১। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে যদি কর্ম থাকে, তাহলেই তাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করা যায়, নতুবা কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।

২। কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিণত করা যায়।

৩। ক্রিয়া সকমর্ক হলেও যদি কর্ম না থাকে, তবে সেই বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।

কর্ম ও ভাববাচ্যের কতিপয় ধাতুরূপাদর্শ

ধাতু	লট্	ধাতু	লট্
কৃ	ক্রিয়তে	গম	গম্যতে
গৈ	গীয়তে	দা	দীয়তে
দৃশ্	দৃশ্যতে	ভুজ্	ভুজ্যতে
শ্রু	শ্রূয়তে	পঠ্	পঠ্যতে
পা	পীয়তে	শী	শয্যতে

বাচ্য পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

কর্তৃবাচ্য :

১। কর্তায় প্রথমা
২। কর্তার বিশেষণে প্রথমা
৩। কর্মে দ্বিতীয়া
৪। কর্মের বিশেষণে দ্বিতীয়া
৫। কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়া

কর্মবাচ্য :

১। কর্তায় তৃতীয়া
২। কর্তার বিশেষণে তৃতীয়া
২। কর্মে প্রথমা
৪। কর্মের বিশেষণে প্রথমা
৫। কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া
৬। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধলিঙ্ এই চারটি ল-কারে য্-যোগ
৭। ধাতু আত্মনেপদী।

ভাববাচ্য :

১। কর্তায় তৃতীয়া
২। ক্রিয়া প্রথমপুরুষের একবচনান্ত
৩। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ল-কারে ধাতুর সঙ্গে য্-যোগ
৪। ধাতু আত্মনেপদী।

বাচ্য পরিবর্তনের আদর্শ

কর্তৃবাচ্য :	সঃ অন্নং খাদতি (সে ভাত খায়)।
কর্মবাচ্য :	তেন অন্নং খাদ্যতে (তার ভাত খাওয়া হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	শিক্ষকঃ ছাত্রান্ পশ্যন্তি (শিক্ষক ছাত্রদেরকে দেখছেন)।
কর্মবাচ্য :	শিক্ষকেন ছাত্রাঃ দৃশ্যন্তে (শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রগণ দৃষ্ট হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	স বেদং পঠতি (সে বেদ পাঠ করছে)।
কর্মবাচ্য :	তয়া বেদঃ পঠ্যতে (তার দ্বারা বেদ পঠিত হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	বৃদ্ধঃ ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছেন)।
কর্মবাচ্য :	বৃদ্ধেন ব্রাহ্মণেন বেদঃ পঠ্যতে (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ পঠিত হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	তে বনে তিষ্ঠন্তি (তারা বনে থাকে)
ভাববাচ্য :	তৈঃ বনে স্থীয়তে (তাদের বনে থাকা হয়)।
কর্তৃবাচ্য :	অহং তিষ্ঠামি (আমি থাকি)।
ভাববাচ্য :	ময়া স্থীয়তে (আমার থাকা হয়)।
কর্তৃবাচ্য :	শিশুঃ হসতি (শিশু হাসছে)।
ভাববাচ্য :	শিশুনা হস্যতে (শিশুর হাসা হচ্ছে)।

প্রশ্নমালা

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে ১মা/৪র্থী/৩য়া/৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়।

(খ) ভাববাচ্যে প্রাধান্য থাকে কর্তার/কর্মের/অব্যয়ের/ক্রিয়ার।

(গ) কর্মবাচ্যে কর্তায় ২য়া/৩য়া/১মা/৪র্থী বিভক্তি হয়।

(ঘ) 'পচ্যতে ওদনঃ' কর্তৃবাচ্যের/কর্মবাচ্যের/ভাববাচ্যের/কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ।

(ঙ) ভাববাচ্যে কর্তায় ১মা/৪র্থী/৬ষ্ঠী/৩য়া বিভক্তি হয়।

(চ) 'তেন অন্নং খাদ্যতে' কর্মবাচ্যের/কর্তৃবাচ্যের/কর্মকর্তৃবাচ্যের/ভাববাচ্যের উদাহরণ।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) কর্মবাচ্যে কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

(খ) ভাববাচ্যে লট্ প্রভৃতি চারটি ল-কারে ধাতুর উত্তর কিসের আগম হয়?

(গ) কর্মবাচ্যে ধাতু কোন্ পদী হয়?

(ঘ) বাচ্য পরিবর্তন কাকে বলে?

(ঙ) 'তয়া বেদঃ পঠ্যতে'– এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?

৩। বাচ্যান্তর কর :

(ক) সা বেদং পঠতি। (খ) তে বনে তিষ্ঠন্তি। (গ) ময়া চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। (ঘ) শিশুঃ হসতি। (ঙ) তেন অহং দৃশ্যে।

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) অহং পুরাণং পঠামি। (খ) তেন পুস্তকানি পঠ্যন্তে। (গ) বালকৈঃ হস্যতে। (ঘ) ছিদ্যতে বস্ত্রম্। (ঙ) তেন অন্নং খাদ্যতে। (চ) ভিদ্যতে বৃক্ষঃ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) আমার থাকা হচ্ছে। (খ) ভাত রান্না হচ্ছে। (গ) বালকটি চাঁদ দেখছে। (ঘ) তুমি রামায়ণ পড়। (ঙ) তার দ্বারা পুস্তক পঠিত হচ্ছে। (চ) তার দ্বারা তুমি দৃষ্ট হচ্ছ।

৬। কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করার নিয়মগুলো লেখ।

৭। কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে পরিণত করার নিয়মগুলো লেখ।

৮। বাচ্য পরিবর্তনের সময় কোন বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন?

৯। কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১০। ভাববাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

১১। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

১২। প্রত্যেক বাচ্যের দুটি করে উদাহরণ দাও।

১৩। বাচ্য কাকে বলে? বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

নবমঃ পাঠঃ

লিঙ্গপ্রকরণম্

‘লিঙ্গ’ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী বুঝায় কিংবা স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নয় এরূপ বোঝায়, তাকে লিঙ্গ বলা হয়।

সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন প্রকার—(১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ ও (৩) ক্লীবলিঙ্গ)।

বাংলা বা ইংরেজি ব্যাকরণে পুরুষবাচক শব্দগুলো পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ এবং যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বোঝায় না, সেগুলো ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে কিন্তু এভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে স্ত্রীবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ, পুরুষবাচক শব্দও ক্লীবলিঙ্গ এবং বস্তুবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ হয়। যেমন— ‘দার’ শব্দ স্ত্রীবাচক হলেও পুংলিঙ্গ, ‘মিত্র’ শব্দ পুরুষবাচক হলেও ক্লীবলিঙ্গ এবং ‘বৃক্ষ’ শব্দ বস্তুবাচক হলেও পুংলিঙ্গ।

সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য অনেক নিয়ম আছে। এখানে সাধারণ দু-একটি নিয়ম দেখান হল:

পুংলিঙ্গ

১। দেব, অসুর, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশক সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—

(ক) দেববাচক- দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।

(খ) অসুরবাচক- অসুরঃ, দৈত্যঃ, দানবঃ ইত্যাদি।

(গ) স্বর্গবাচক- স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।

(ঘ) গিরিবাচক- গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ ইত্যাদি।

(ঙ) সমুদ্রবাচক- সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্ণবঃ ইত্যাদি।

২। দেবগণের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন— ইন্দ্রঃ, বিষ্ণুঃ, শিবঃ, গণেশঃ, কার্ত্তিকেয়ঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, নদী, বধূ ইত্যাদি।

২। ঋ-কারান্ত মাতৃ (মা), দুহিতৃ (কন্যা), স্বসৃ (ভগ্নী), ননান্দৃ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন— মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননান্দা।

ক্লীবলিঙ্গ

১। মুখ, নয়ন, বন, কুসুম, ধন ও অন্নবাচক শব্দগুলো ক্লীবলিঙ্গ। যেমন-

(ক) মুখবাচক- মুখম্, বদনম্, আননম্ ইত্যাদি।

(খ) নয়নবাচক- নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।

(গ) বনবাচক- বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।

(ঘ) কুসুমবাচক- কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।

(ঙ) অন্নবাচক- অন্নম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।

(চ) ধনবাচক- ধনম্, বিত্তম্, দ্রবিণম্ ইত্যাদি।

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করতে হলে পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে প্রধানত আ ও ঈ যোগ করতে হবে। যেমন-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অশ্বঃ	অশ্বা	মৃগঃ	মৃগী
কৃষ্ণঃ	কৃষ্ণা	ব্রাহ্মণঃ	ব্রাহ্মণী
কোকিলঃ	কোকিলা	নদঃ	নদী
কৃশঃ	কৃশা	সুন্দরঃ	সুন্দরী
দীনঃ	দীনা	কুমারঃ	কুমারী
মূষিকঃ	মূষিকা	পিতামহঃ	পিতামহী
সিংহঃ	সিংহী	মাতামহঃ	মাতাহী
ব্যাঘ্রঃ	ব্যাঘ্রী	বালকঃ	বালিকা

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাকে বলে? সংস্কৃতে লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী?

২। বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গের পার্থক্য কী?

৩। উদাহরণসহ পুংলিঙ্গ নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উল্লেখ কর।

৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৫। লিঙ্গ পরিবর্তন কর:

কৃশা, অশ্বঃ, মৃগী, দীনঃ, পিতামহঃ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) 'দার' শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(খ) 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ কি?

(গ) মুখবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(ঘ) গিরিবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(ঙ) আ-কারান্ত শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

৭। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন/দুই/চার/পাঁচ প্রকার।

(খ) বনবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ।

(গ) স্বর্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ।

(ঘ) ঈ-কারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ।

(ঙ) 'নদ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নদী/নদি/নদা/নদো।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অনুবাদঃ

(ক) সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করার নাম সংস্কৃতানুবাদ।

সংস্কৃতানুবাদের সাধারণ নিয়ম

১। সাধারণত বাংলায় শব্দের সঙ্গে যে-বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং পদটি যে বচনের হয়, সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় সে-বচন ও সে-বিভক্তি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন–

একজন মানুষ– নরঃ। দুজন মানুষ– নরৌ। মানুষেরা– নরাঃ।

বালকের– বালকস্য। ছাত্রকে– ছাত্রম্। নারীদের– নারীণাম্। নদীতে– নদ্যাম্।

আমাকে– মাম্। তোমার দ্বারা– ত্বয়া। কঃ– কে (পুং), কাদের– কেষাম্ (পুং), কাসাম্ (স্ত্রী)। কে– কা (স্ত্রী)।

২। কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় অর্থাৎ কর্তা যে-পুরুষ ও যে-বচনের হয়, ক্রিয়াপদও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। যেমন– বালকটি পড়ে– বালকঃ পঠতি। দুজন বালক পড়ে– বালকৌ পঠতঃ। বালকেরা পড়ে– বালকাঃ পঠন্তি। তুমি পড়– ত্বম্ পঠসি। তোমরা দুজন পড়– যুবাম্ পঠথঃ। তোমরা পড়– যূয়ম্ পঠথ। আমি পড়ি– অহম্ পঠামি। আমরা দুজন পড়ি– আবাম্ পঠাবঃ। আমরা পড়ি– বয়ম্ পঠামঃ।

৩। বর্তমান কালে লট্-এর প্রয়োগ হয়। যেমন– আমি বলি– অহং বদামি। সে বলে সঃ বদতি।

৪। অতীতকালে লঙ্-এর প্রয়োগ হয়। যেমন– তুমি গিয়েছিলে– ত্বম্ অগচ্ছঃ। আমি পড়েছিলাম– অহম্ অপঠম্। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– শ্রীকৃষঃ অবদৎ।

৫। ভবিষ্যৎ কাল অর্থে লৃট্-এর প্রয়োগ হয়। যেমন– তারা লিখবে– তে লেখিষ্যন্তি। আমি বলব– অহম্ বদিষ্যামি। সে যাবে– সঃ গমিষ্যতি।

৬। বর্তমান অনুজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি বোঝাতে লোট্-এর প্রয়োগ হয়। যেমন– পড়- পঠ। যাও– গচ্ছ। বল– বদ। দাও– দেহি। সেবা কর– সেবস্ব।

দ্রষ্টব্য : বর্তমান অনুজ্ঞায় কর্তা ত্বম্ (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যূয়ম্ (তোমরা) সাধারণত উহ্য থাকে।

৭। উচিত অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। বাংলায় ক্রিয়ার পরে 'উচিত' শব্দ থাকলে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– তার যাওয়া উচিত– সঃ গচ্ছেৎ। আমার পড়া উচিত– অহম্ পঠেয়ম্। তাদের বলা উচিত– তে বদেয়ুঃ।

৮। বাক্যে সন্ধি কর্তার ইচ্ছাধীন, যেমন– তুমি পান করছ– ত্বম্ পিবসি/ত্বং পিবসি। তোমরা যাচ্ছ– যূয়ম্ গচ্ছথ/ যূয়ং গচ্ছথ।

৯। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– বালকটি দেখে– বালকঃ পশ্যতি। আমি দেখি– অহং পশ্যামি। তারা দেখে– তে পশ্যন্তি।

১০। কর্তৃবাচ্যে কর্মে ২য়া বিভক্তি হয়। যেমন– বালিকা রামায়ণ পড়ছে– বালিকা রামায়ণং পঠতি। আমি তাকে জানি– অংহ তাং জানামি।

১১। করণে ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন– আমরা কলম দ্বারা লিখি– বয়ং লেখন্যা লিখামঃ। সকলেই চক্ষু দ্বারা দেখে– সর্বে এব চক্ষুষা পশ্যন্তি।

১২। সম্প্রদানে ৪র্থী বিভক্তি হয়। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও– ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দেহি। ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্তকে জল দান করেন– ব্রাহ্মণঃ তৃষ্ণার্তায় জলং দদাতি।

১৩। অপাদানে ৫মী বিভক্তি হয়। যেমন– গাছ থেকে পাতা পড়ে– বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়– মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি।

১৪। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন– আমার গৃহ– মম গৃহম্। তার বই– তস্য পুস্তম্। কূপের জল– কূপস্য জলম্।

১৫। অধিকরণে ৭মী হয়। যেমন– জলে মাছ থাকে– জলে মৎস্যঃ বসতি। বর্ষায় বৃষ্টি হয়– বর্ষাসু বৃষ্টিঃ ভবতি। বসন্তে কোকিল ডাকে– বসন্তে কোকিলঃ কূজতি। তিনি ব্যাকরণে নিপুণ– স ব্যাকরণে নিপুণঃ।

১৬। 'নিকষা' শব্দযোগে ষষ্ঠী বিভক্তি না হয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– গ্রামের নিকটে নদী– গ্রামং নিকষা নদী। শহরের নিকট রাস্তা– নগরং নিকষা পন্থাঃ।

১৭। 'সহ' শব্দযোগে ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন– পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছেন– পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। রাম সীতার সঙ্গে যাচ্ছেন– রামঃ সীতয়া সহ গচ্ছতি।

১৮। 'প্রয়োজন' শব্দের যোগে ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন– আমার ধনের প্রয়োজন নেই– মম ধনেন প্রয়োজনং নাস্তি।

১৯। ধিক্, অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), উভয়তঃ (দুদিকে), প্রতি প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– ভাগ্যহীন আমাকে ধিক্– ধিক্ মাং ভাগ্যহীনম্। গ্রামের সম্মুখে বাগান– গ্রামম্ অভিতঃ উদ্যানম্।

গ্রামের চারদিকে রাস্তা– গ্রামং পরিতঃ পন্থানঃ। শহরের দুদিকে নদী– নগরম্ উভয়তঃ নদী। দরিদ্রের প্রতি দয়া কর– দরিদ্রং প্রতি দয়াং কুরু।

২০। ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– সে একমাস যাবৎ রামায়ণ পড়ছে– স মাসং ব্যাকরণং পঠতি। আমি এক বছর যাবৎ বেদান্ত পড়ছি– অহং বর্ষং দেবান্তং পঠামি।

২১। নমস্ (নমঃ) শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন– শিবকে নমস্কার– শিবায় নমঃ। গুরুকে নমস্কার– গুরবে নমঃ।

প্রশ্নমালা

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) আমি পড়ি – অহং পঠতি/অহং পঠামি/অহং পঠামঃ/ বয়ং পঠাবঃ।

(খ) তুমি পড় – ত্বম্ পঠতু/ত্বম্ পঠতি/ত্বম্ পঠসি/ত্বম্ পঠেৎ।

(গ) গ্রামের সম্মুখে বাগান– গ্রামম্ অভিতঃ উদ্যানম্/গ্রামং নিকষা বনম্/গ্রামং পরিতঃ কাননম্/গ্রামং যাবৎ বনম্।

ঘ) দরিদ্রের প্রতি দয়া কর– দরিদ্রস্য প্রতি দয়াং কুরু/দরিদ্রেণ প্রতি দয়াং কুরু/দরিদ্রায় প্রতি দয়াং কুরু/দরিদ্রং প্রতি দয়াং কুরু।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

ক) আমি খাই। (খ) বালকেরা চাঁদ দেখে। (গ) ধান থেকে চাল হয়। (ঘ) তিনি বেদ পড়েছিলেন। (ঙ) তারা জল পান করবে। (চ) তুমি গীতা পড়ছ। (ছ) তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত। (জ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ঝ) নদীতে জল আছে। (ঞ) আমি জল পান করেছিলাম। (ট) তারা চোখ দিয়ে দেখে। (ঠ) এটি তার বই। (ড) জলে মাছ বাস করে। (ঢ) তিনি একমাস যাবৎ সাহিত্য পড়ছেন। (ণ) গ্রামের চারদিকে বন। (ত) শহরের দুদিকে নদী। (থ) পাপীকে ধিক্। (দ) আমি তার সঙ্গে যাব। (ধ) নারায়ণকে নমস্কার। (ন) গুরুকে প্রণাম করি।

(খ) সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ

বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি– বালকটি চাঁদ দেখছে।

অহং বেদম্ অপঠম্– আমি বেদ পাঠ করেছিলাম।

সর্বে জনাঃ চক্ষুষা পশ্যন্তি– সকল লোক চক্ষু দ্বারা দেখে।

বিদ্যালয়ং নিকষা উদ্যানম্ অস্তি– বিদ্যালয়ের নিকটে উদ্যান আছে।

পিতরং সেবস্ব– পিতাকে সেবা কর।

ত্বং গচ্ছেঃ– তোমরা যাওয়া উচিত।

তে তীর্থক্ষেত্রং দ্রক্ষ্যন্তি– তারা তীর্থক্ষেত্র দর্শন করবে।

স হস্তেন গৃহ্ণাতি ফলম্– সে হাত দ্বারা ফল গ্রহণ করে।

গগনে চন্দ্রঃ উদেতি– আকাশে চাঁদ উঠেছে।

অহং বালিকাং জানামি– আমি বালিকাটিকে জানি।

ভিক্ষুকাং ভিক্ষাং দেহি– ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

সন্ন্যাসী মাসং বেদান্তং পঠতি– সন্ন্যাসী একমাস যাবৎ বেদান্ত পড়ছেন।

দেব্যৈ নমঃ– দেবীকে নমস্কার।

বিবাদেন অলম্– বিবাদের প্রয়োজন নেই।

গ্রামং পরিতঃ বনানি– গ্রামের চারদিকে বন।

দেবং পূজয়– দেবতাকে পূজা কর।

নিরন্নং প্রতি দয়াং কুরু– নিরন্নের প্রতি দয়া কর।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) অহং জলং পাস্যামি– আমি জলপান করব/আমি জলপান করেছিলাম/আমি জলপান করি/আমার জলপান করা উচিত।

(খ) পূজাং কুরু– পূজা করছেন/ পূজা কর/পূজা করেছিলেন/পূজা করবেন।

(গ) মম ভ্রাতা– আমার ভাইয়েরা/আমার ভাইকে/আমার ভাইয়ের/আমার ভাই।

(ঘ) গগনে নক্ষত্রাণি শোভন্তে– আকাশে চাঁদ উঠছে/আকাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে/আকাশে মেঘ জমেছে/আকাশে তারকারাজি শোভা পাচ্ছে।

অভিধানিকা

অ

অতঃ- অতএব। অত্রান্তরে– ইত্যবসরে।

অথ - তারপর। অবতারবরিষ্ঠঃ– অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবতাররূপেণ– অবতাররূপে। অবতীর্য্য– অবতীর্ণ হয়ে। অবদৎ– বলেছিল। অবস্থাপ্য– অবস্থাপন করে।

আ

আগত্য - এসে। আসীৎ - ছিল। আহারাৎ - আহার থেকে। আলোচ্য - পর্যালোচনা করে।

ই

ইতি - এই। ইব - মত।

ঈ

ঈশ্বরঃ - সৃষ্টিকর্তা, প্রভু।

উ

উচ্যতে - বলা হয়। উৎপাদ্য - উৎপাদন করে। উপাসতে - উপাসনা করেন।

ঋ

ঋতূনাম্ - ঋতুসমূহের মধ্যে।

এ

এরৈককম্ - একটি একটি করে। এতৎ - এই। এষাম্ - এদের (পুং)।

ক

কপর্দকৈঃ– কড়িগুলো দিয়ে। কর্মণি - কর্মে। করিষ্যামি - করব। কশ্চিৎ - কোনও (পুং), কাচিৎ - কোনও (স্ত্রী)। কিমর্থম্ - কিসের জন্য। কুত্র - কোথায়। কুসুমাকরঃ - বসন্ত। কৃত্বা - করে। কোটরাৎ - কোটর থেকে। কোপাৎ - ক্রোধবশত।

খ

খণ্ডিতবন্তঃ - খণ্ড খণ্ড করেছিল। খাদামি - খাই।

গ

গচ্ছন্ - যেতে যেতে। গতে– গেলে। গৃহাৎ - ঘর থেকে। গোবিন্দায় - গোবিন্দকে।

ঘ

ঘোরাকৃতিম্ - ভয়ংকর আকৃতিবিশিষ্ট।

চ

চিন্তয়িত্বা - চিন্তা করে। চূর্ণিতঃ - যা চূর্ণ করা হয়েছে।

জ

জরাগ্রস্তঃ - জরাপীড়িত। জ্ঞাত্বা - জেনে। জ্ঞানযজ্ঞঃ - জ্ঞানরূপ যজ্ঞ। জ্ঞানেন - জ্ঞানের দ্বারা।

ড

ডিম্বাঃ - ডিমগুলো।

ত

তদর্থম্ - তার জন্য। তয়োঃ - তাদের দুজনের। তর্হি - তাহলে। ত্বয়া - তোমার দ্বারা। তান্ - তাদেরকে। তেষাম্ - তাদের (পুং)। তেষু - তাদের মধ্যে (পুং)। তৌ– তারা দুজন।

দ

দত্ত্বা - দান করে। দানেন - দানের দ্বারা। দুরতিক্রম্যঃ– যা সহজে অতিক্রম করা যায় না।

ধ

ধনুর্গুণম্ - ধনুকের ছিলা। ধনুষা - ধনুকের দ্বারা।

ন

নারীণাম্ - নারীগণের। নিধায় - স্থাপন করে, রেখে। নিযোজ্য - নিযুক্ত করে। নীড়েষু - বাসাগুলোতে।

প

পক্ষিণাম্ - পাখিদের। পরন্তপ - হে শত্রুপীড়নকারী। পলায়তে - পলায়ন করে। পলায়িতুম্ - পালাতে। পশূনাম্ – পশুদের। পশুভিঃ - পশুদের দ্বারা। পুণ্যতিথৌ- পুণ্যতিথিতে। পুষ্পেভ্যঃ - পুষ্পগুলো থেকে। প্রকোপায় - কোপের কারণ। প্রাপ্নোমি - পাই।

ফ

ফলেষু - ফলগুলোতে।

ব

বনমার্গেণ - বনপথ দিয়ে। বহিষ্কৃতবান্ - বের করে দিয়েছিল। বিদধীত - করা উচিত। বিন্দতি - লাভ করে। বিপদি - বিপদে। বিগহাঃ - পাখিগুলো।

ভ

ভক্ত্যা- ভক্তির দ্বারা। ভবতু - হোক। ভবন্তম্ - আপনাকে। ভক্ষয়িতুম - খেতে। ভূষণম্ - অলংকার। ভেতব্যম্ - ভয় পাওয়ার যোগ্য।

ম

মত্বা - মনে করে। মহতাম্ - মহদ্‌ব্যক্তিগণের। মাম্ - আমাকে। মিত্রম্ - বন্ধু।

য

যত্নেন - যত্নের সঙ্গে। যথাভিলাষম্ - ইচ্ছানুসারে। যদা - যখন। যাস্যামি– যাব।

র

রক্ষণায় - রক্ষার জন্য। রবম্ - শব্দ। রৌদ্রাকুলিতঃ - রৌদ্রের দ্বারা ক্লান্ত।

ল

লভ্যতে - লাভ করা হয়। লগুড়েন- লাঠি দিয়ে।

শ

শরেণ – তীর দ্বারা। শশ্বৎ - সর্বদা। শীতাৎ - শীতের ফলে। শোচতি - শোক করে। শোভন্তে - শোভা পায়। শ্রুত্বা - শুনে।

ষ

ষট্ - ছয়

স

সমায়াতি - আসে। সর্বতঃ - সকল দিকে। সরোবরস্য - সরোবরের। স্নানার্থম্ - স্নানের জন্য।

হ

হৃষ্যতি - আনন্দিত হয়।

দ্রষ্টব্য : বহু = বহুবচন। পুং = পুংলিঙ্গ। স্ত্রী-স্ত্রীলিঙ্গ।

২০২৬

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি : সংস্কৃত

উদারতা মহৎ গুণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।